সুদামা

ভক্তিমূলক গীতিনাটিকা

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী ৬ই আশ্বিন, ১৩২৯ সাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

পাঁচ সিকা

চতুর্থ সংস্করণ

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের

করকমলে—

সাহিত্যরত্ন,

অল্পদিনের আলাপেই বুঝিয়াছি, আপনি সত্যই একটী রত্ন। সাহিত্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে আপনার যে শ্রদ্ধা, অনুরাগ এবং অভিজ্ঞতা তাহা অনন্যসাধারণ! জয়দেব, চণ্ডীদাসের দেশের লোক বলিয়াই বুঝি এই বৈষ্ণব-প্রীতি আপনাতে স্বাভাবিক ভাবেই স্ফুরিয়াছে। সুদামা একজন দরিদ্র বৈষ্ণব। স্বভাবতঃই ইহার প্রতি আপনার সহানুভূতির অভাব হইবে না জানিয়া ইহা আপনাকেই উপহার দিলাম। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ

নারদ

সুদামা	দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী।

পরাণ, দ্বারবানগণ, বন্দিগণ, রাজাগণ ও দেবগণ

স্ত্রীগণ

রুক্মিণী	শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী
সুমতি	সুদামার স্ত্রী

তুলসী, গ্রামবাসিনীগণ, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণ,
মায়ানারীগণ, সহচরী ও
দেবীগণ

সুদামা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুদামাব কুটীব

সুদামা ও সুমতি

সুমতি। হাঁ গা, ব'সে ব'সে তো ধ্যান ক'চ্ছ, এদিকে বেলা কত হ'ল তার হুঁস আছে?

সুদামা। নেশাতো করিনি, হুঁস থাকবে না কেন বল? বেলার কি? সে তো আর কারও চাকর নয়, হ'লেই হ'ল।

সুমতি। তার পর—এদিকের?

সুদামা। হরি-মটর।

সুমতি। ঐ হরিই তোমার মাথা খেলে। দিন রাত ঘরে ব'সে হরি হরি ক'ল্লে কি, লোকে বাড়ী ব'য়ে এসে ভিক্ষে দিয়ে যাবে? এদিকে যে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্।

সুদামা। পথে পথে ঘুরেই বা কি ক'র্‌ব বল। দেখছতো, লোকে আর ভিক্ষে বড় দিতে চায় না, বলে নিজেদেরই চলে না আবার ভিক্ষে। বামুনের ছেলে, ভিক্ষে ছাড়া আর তো কিছু করবারও নেই।

সুমতি। দশ যায়গায় চেষ্টা ক'রে তো দেখতে হয়, তা তুমি ন'ড়েই বসবে না, লোকের দোষ দিলে কি হবে? খালি মালা ঠক্‌ঠকালে যদি পেট ভরতো, তা হ'লে আর ভাবনা থাকতনা।

সুদামা। ভগবানের নাম করবো না?

সুমতি। বেশতো কর না, কে বারণ ক'রছে, সংসারওতো করা চাই। দিন রাত না চেঁচিয়ে, একটা সময় ক'রে ডাকলেই হয়!

সুদামা। দেখ গিন্নি, ঐটাই হয় না। সব কাজেরই সময় হয়—হাজার রকমের কাজ অকাজ, সব গুছিয়ে করা যায়, কেবল ভগবানকে ডাকতে হ'লেই লোকে সময় খুঁজে পায়না। বলে শোন'নি? মালা করতে বসব, একটু সময় নেই—ছেলেটা কাঁদল, দুধ গরম করতে ছুটলেম, চাকরটা ঠিক সেই সময়েই বাজারের হিসেব নিয়ে এল, সকালে উঠে পয়সার ধান্দা, খেয়ে একটু না ঘুমুলে মাথা ধরে, তারপর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—অসুখ আছে, বিসুখ আছে—আবার একটু খেলা ধূলো আমোদ প্রমোদ না ক'ল্লে শরীর ভাল থাকেনা, এমনি সব ভাবি ভাবি কাজ। যার যত বিষয় তার সময় কম, তাই আমি ঐটে উলটে নিইছি। যতটা পারি আগে ভগবানকে ডেকে, পরে ভিক্ষের যাওয়া, খাওয়া দাওয়া, বুঝলে?

সুমতি। বুঝেছি অনেক দিন। তা অত যদি সংসারে অনাস্থা তো বিয়ে করা কেন? মুনি ঋষি হ'য়ে তপিস্যে ক'ল্লেই তো হ'ত।

সুদামা। তা বলতো এখনই না হয় করি?

সুমতি। এখন? এখন আর হয় না। এখন বনে তপিস্যে ক'রতে গেলে, হয় রম্ভা, নয় মেনকা—কেউ না কেউ এসে তোমার ঘাড় মট্‌কাবে;

তার চেয়ে এক যাযগায় খোঁটায় বাঁধা আছ, সময় মত ঘাস জল পাচ্ছ— দড়ি একটু ছেড়ে দিলেম, ঘুরে ঘুরে আসছ, তুমিও নিশ্চিন্দি আছ, আমিও নিশ্চিন্দি আছি, এই গোযালে বসেই যা হয় ক'রে নাও, আর তপিস্যেয় কাজ নেই।

সুদামা। এই পথে এস। ছেড়ে দিতেও চাও না, আবার বাড়ী বসে থাকলেও খিঁচোও, এখন তোমায় নিয়ে কি করি বল দেখি?

সুমতি। সেটা আমি ব'লব? পুরুষ মানুষ একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াও, চেষ্টা চরিত্তির ক'রে দেখ, পেটতো চলা চাই। খালি কেষ্ট কেষ্ট বল্লে কি হবে?

সুদামা। কৃষ্ণই সব মিলিয়ে দেবেন। বুঝলে সুমতি, কিছু করবার নেই, তাঁর ইচ্ছাই সব।

সুমতি। তা তো দেবেন। কিন্তু তাঁর কাছেতো যেতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁগা, লোকের কত যে বড়লোক আত্মীয় কুটুম্ব থাকে—তোমার কি কেউ নেই যে, অসময়ে দেখে—কি অপরে সপরে বাবটা আসটা দেয়?

সুদামা। আত্মীয় কুটুম্ব কে আছে বল। আত্মীয় বলতেও কৃষ্ণ, কুটুম্ব বলতেও কৃষ্ণ, বন্ধু বল, সখা বল—সবই সেই কৃষ্ণ। আরতো কাউকে চিনি না,—কার কাছে হাত বাড়াব বল?

সুমতি। তা তো জানি। কেষ্টর সঙ্গে পড়তে, গুরু-ভাই, এক সঙ্গে কত খেলা, কত আমোদ, তোমার স্ত্রী ব'লে আমাকে তো সখী ব'লতে অজ্ঞান, তা সে অনেক দিনের কথা। এখন কি তার আর মনে আছে? সেই বৃন্দাবনে—ছেলে বেলাকার কথা, এখন তো শুনি সে দ্বারকার রাজা!

সুদামা। তাইতো ভাবি—দ্বারকার রাজা। এখন কি সে চিনতে পারবে ?

সুমতি। তা এক কাজ কর না কেন ?

সুদামা। কি ?

সুমতি। একবার দ্বারকায় গিয়েই দেখনা, দেখনা চিনতে পারে কিনা। শুধু ঘরে ব'সে কেষ্ট কেষ্ট ক'ল্লে কি হবে। ছেলেবেলাকার মিতে, মনে থাকলেও তো থাকতে পারে! তাহ'লে রোজ রোজ আর ভাতের ভাবনা ভাবতে হয় না। বড়লোক—রাজা—মনে করলে অনায়াসে একটা উপায় ক'রে দিতে পারে।

সুদামা। তা তো পারে। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, এক সঙ্গে পড়তেম, তার কি এখন মনে আছে? আর যদিই থাকে—সে এখন রাজা, তার মস্ত বাড়ী, লোক জন, রাজসভা, দেউড়ী ফটক, আমি ভিখিরী বামুন—তার কাছে লোকে আমায় যেতে দেবে কেন ?

সুমতি। তুমি তার স-পাঠি ব'লে পরিচয় দিও, তা'হলে দেখবে তোমায় আদর ক'রে নিয়ে যাবে।

সুদামা। তুমি যেমন পাগল! লোকে বিশ্বাস ক'রবে কেন? পাগল ব'লে উড়িয়ে দেবে।

সুমতি। ঐ তোমার দোষ। কেবল কথা কাটাকাটি জান আরতো কিছুই জাননা! একবার গিয়েই দেখনা। দেখেছ তো গরীব ব'লে আমাদের এতটুকু ঘৃণা ক'রত না। দু'বেলা এই কুঁড়েয় আসত, আমাকে সখী ব'লে ডেকে এক গাল হাসত, আমার হাতের নাড়ু খেতে বড় ভালবাসত। সে সব কি একেবারে ভুলে গেছে। আমার তো মনে হয় না।

সুদামা। লোকে বড়-লোক হ'লে গরীব বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টা ক'রে ভোলে, পাছে পরিচয় দিতে মানের হানি হয়, আর সে তো রাজার রাজা—ত্রিভুবনের ঈশ্বর—নরদেহে ভগবান। তার কত কাজ, সে কত বড়। এ গরীবকে তার মনে থাকতেই পারে না।

সুমতি। সব জেনে বসে আছ? তা এবার থেকে দৈবজ্ঞির কাজ কর, তাতেও দুপয়সা আসতে পারে। সত্যি, ঠাট্টা নয়, সেইতো দোর দোর ভিক্ষে ক'রে বেড়াও, ভিখিরীর যা মান তাতো জানাই আছে। তা এখানে সেখানে না ক'রে একবার গিয়ে দেখনা, যদি না চিনতে পারে, কি আর এমন বেশী অপমান হবে? তবুতো স-পাঠি, তার কাছে লজ্জাই বা কি, আর মানই বা কি, বুঝলে?

সুদামা। বুঝে'ছ সব, কিন্তু যাব কি ক'রে?

সুমতি। এই হাঁটি হাঁটি পা পা ক'রে।

সুদামা। তা নয়? হাঁটুতে কি আমি নাবাজ। এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়। আমার না হ'ক, ময়লা কাপড় প'রে গেলে তার যে অপমান।

সুমতি। তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমি ক্ষারে কেচে তোমার একখানা কাপড় আর নামাবলি বেশ ধবধবে পরিষ্কার ক'রে রেখেছি। তুমি আর অমত ক'রনা। মাথা খাও, যাও। দেখ এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। কোনদিন জোটে—কোনদিন জোটেনা, হাঁড়ী চড়েনা, লোকে গাল কাত ক'রে হাসে, দু'দিন পেটে অন্ন না থাকলেও আমি চেয়ে চিন্তে একটা পান মুখে ক'রে বেরুই, পাছে লোকে টের পায়, পাছে লোকে বলে—অমুক তার স্ত্রীকে খেতে দিতে পারে না। আমার বড় দুঃখ হয়। লোকে তোমায় ঠাট্টা করে—গরীব ব'লে তাচ্ছিল্য করে,

বড লজ্জা হয। কৃষ্ণ তো লজ্জা নিবাবণ, তিনি তো জগতের দুঃখ দূর করেন, তাঁর কাছে আর মান অপমান কি। তুমি যাও, আব অমত ক'রনা।

সুদামা। বেশ, গুরু আজ্ঞা তো লঙ্ঘন করবার যো নেই। যখন ব'লছ, গিযেই দেখি। কিন্তু যদি না চিনতে পারে?

সুমতি। না চিনতে পারে দুকথা শু'নিযে এস, ভযটাই বা কি? সে রাজা আছে, রাজা আছে। যদি না চিনতে পারে—ব'ল—সে রাজা, আমবাও গরীব। সে যদি গরীব ব'লে না চেনে—আমরাই বা রাজা ব'লে তাকে চিনব কেন? গবীবেব কী মর্য্যাদা কম?

সুদামা। বেশ, তবে তাই হ'ক। চল, দেখি কি রাজবেশ ক'রে রেখেছ, একবাব দিগ্বিজযে বেরুই।

সুমতি। হ্যাঁ, আব এক কথা, শুধু হাতে আত্মীয বা বন্ধুদেব সঙ্গে দেখা ক'রতে যেতে নেই।

সুদামা। তা তো নেই, যা'চ্ছ তো ভিক্ষে কবতে, হাতে ঝুলি ছাডা আব কি থাকবে বল? নেইতো কিছু।

সুমতি। তাইতো বলছি, আমি ক্ষুদ দিযে আর গুড় দিযে দুটি নাড়ু ক'রে রেখেছি।

সুদামা। বটে, তা পেলে কোথায?

সুমতি। দেখ, তুমি ভিক্ষে ক'বে আনতে, তা থেকে রোজ তার নাম ক'রে দুটি ক'রে বেখে দিতেম। সেই জমিযে—বেশী আর হ'ল না, দু'টো নাড়ু ক'বেছি। সেই দু'টি আমাব নাম ক'রে তাকে দিও। আহা! আমাব হাতের নাড়ু খেতে সে বড় ভালবাসত।

সুদামা। সে যখন গরু চরাত, তখন নাড়ু খেতে ভালবাসত, এখন

সে রাজা। তোমার ঐ ক্ষুদের নাড়ু আমি তাকে দেব কি ক'রে বলতো? তোমার দেখছি নেহাৎ মাথা খারাপ হয়েছে। এ্যা! তবে দেখছি তোমায় ফেলে আমার আর যাওয়া হ'ল না।

সুমতি। তা হ'ক, তুমি আমার নাম ক'রে দিও না। আমি মেয়ে মানুষ, আমি তো আর রাজসভায় গিয়ে তাকে দিতে পারিনি। তুমি যাচ্ছ, আর এই উপকারটুকু করতে পারবে না? এক সময় তারতো সখী ছিলেম। সে ভুলতে পারে, আমরাতো ভুলতে পারি না। দিলুমই বা! যেমন দিয়েছে তেমনি দিচ্ছি, তার আর লজ্জা কি? আবার সে যদি দেয়, ক্ষীরের নাড়ু ক'রে দেব।

সুদামা। কি বিপদেই ফেল্লে, সামান্য ক্ষুদের নাড়ু আমি লোকের সামনে বা'র ক'রব কি ক'রে?

সুমতি। চোখ বুজে বার করবে। ঢং দেখ না। ভিখিরীর আবার লজ্জা। তা তো নয়, এ আমি দিচ্ছি কি না তাই নে যেতে ভার বোধ হচ্ছে।

সুদামা। আর কার কি বোঝা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি দেখছ?

সুমতি। দেখ, রাগ বাড়িওনা, যা বলছি, ভালমানুষের মত কর, নইলে তোমার ভিক্ষের ঝুলি আজ পুড়িয়ে দেব।

সুদামা। তা দিও, কিন্তু দেখো, যেন আমার মুখ পুড়িও না।

সুমতি। এস, আর দেরি ক'রো না, আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে রেখেছি, একবার কৃষ্ণ স্মরণ করে বেরিয়ে প'ড়ে দেখ কি হয়।

সুদামা। হবে যা তা বুঝতে পাচ্ছি; চল।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকা—উদ্যান

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

কালো রূপের ঢেউ ছুটেছে দেখবি যদি আয়।
প্রেমের গাঙে বান ডেকেছে ডুব্‌বি যদি আয়॥
এ রূপের নাই সীমানা, দেখলে পরে মন মানে না,
দেখেছি প্রাণ স'পেছি, আছি বাঁধা রাঙ্গা পায়॥

প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রবেশ

রুক্মিণী। নাথ, তোমায় আজ এত চঞ্চল দেখছি কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি নিত্য চঞ্চলা, তাই সকলকে চঞ্চল দেখ।

রুক্মিণী। সত্যি ঠাট্টা নয়, বল না? আজ সকাল থেকেই আনমন—আবার কি কোন ভক্ত বিপদে পড়েছে?

শ্রীকৃষ্ণ। না প্রিয়ে, বিপদ নয়—সম্পদ্।

রুক্মিণী। সম্পদ্? কৈ সম্পদে তো কাউকে তোমায় ডাকতে দেখিনি। কে সে মহা ভাগ্যবান, যে সম্পদে তোমায় ডাকছে?

শ্রীকৃষ্ণ। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার বন্ধু, সখা সুহৃদ্।

রুক্মিণী। দরিদ্র? তবে যে ব'ল্লে বিপদে নয়, সম্পদে ডাকছে?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যই দরিদ্র। তবে যখন আমায় স্মরণ ক'রেছে, তখন

রুক্মিণী সে তো আর দরিদ্র নয়, সে যে মহা সম্পদশালী, আমার চেয়েও ভাগ্যবান্!

রুক্মিণী। কে সে নাথ?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি তাকে চেন না, তবে অচিরেই তুমি তাকে দেখতে পাবে। আমায় ক্ষণেকের জন্ত ছেড়ে দাও, ক্ষণেকের জন্ত তোমার বিরহ আমায় সইতে হবে।

রুক্মিণী। কোথায় যাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। পরে ব'লব, এখন নয়।

রুক্মিণী। কিন্তু দেখো, যেন ছলে ভুলিয়ে রেখে, ফিরে আসতে বিলম্ব ক'র না।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে, কেন এত আশঙ্কা?

রুক্মিণী। তুমি যে কারো নও, তাই।

শ্রীকৃষ্ণ। কারো নই?

রুক্মিণী। না না, ভুল হয়েছে, তুমি যখন যার, তখন তার।

দ্বৈত গীত

রুক্মিণী। তুমি যখন যার, তখন তার, তোমার পিরীত বোঝা ভার।
শ্রীকৃষ্ণ। ওগো না না না—আমি কেনা যে তোমার॥
রুক্মিণী। তাই দাসখত লিখেছিলে আভীরিণীর পায়,
চাতুরী তোমার চতুর, কহনে না যায়,
শ্রীকৃষ্ণ। আমি শিখিনি ছলা কলা—
রুক্মিণী। তুমি গো কপট কালা।
শ্রীকৃষ্ণ। সেটা মন্দ লোকে বলে বটে
রুক্মিণী। কত প'ড়েছ ধরা সটে পটে,

শ্রীকৃষ্ণ। আমি সরল কানাই, চরাই ধেনু, বাঁশরী বাজাই,
রুক্মিণী। তুমি গাছে তুলে মই কেড়ে নাও,
ভুলিও না আর কথার ছলে, যাও যাও যাও—
শ্রীকৃষ্ণ। কেন লো মান, স'পেছি প্রাণ,
শ্রীপদ পঙ্কজ এই করেছি সার ॥

নারদের প্রবেশ

গীত

নব ঘন তনু শ্যাম কোথায় মদনমোহন।
(আজ এসেছি তোমায় দেখব ব'লে হে)
হেরে অপরূপ কালরূপ জুড়াব নয়ন ॥
(এস কোথা প্রাণধন।)
আমার ক্ষুধিত ব্যথিত তৃষিত এ চিত,
তোমার প্রেমামৃতে ক'র না বঞ্চিত,
(আমি দীনের দীন এই মনে ক'রে হে)
আমি অকূলে কূল না পেয়ে সার করেছি তোমার চরণ ॥
(তোমার ভুবন তারণ রাঙ্গা চরণ)
(তোমার শমন দমন অভয় চরণ)।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) যাত্রার মুখেই নারদ—এই দেখ, আবার কি বিভ্রাট ঘটায়। (প্রকাশ্যে) কি নারদ, হঠাৎ কি মনে ক'রে ?

নারদ। আজ্ঞে, মনে করেই যে আসতে হবে এমন কি কথা ? অনেক দিন দ্বারকায় আসিনি, মা রুক্মিণীর প্রসাদে অনেক দিন বঞ্চিত, তাই একবার এলেম। মা লক্ষ্মী, প্রণাম। মা, লক্ষ্মী যার জননী, বৈকুণ্ঠের পতি যার পিতা—সে এমন ভবঘুরে কেন তা বলতে পার ?

কোথাও একস্থানে স্থির হ'য়ে থাকতে পারি না—ঘূর্ণি রোগ—কেবল ঘুরেই মরি।

রুক্মিণী। শুধু ঘুরে বেড়ালে তো বাঁচতুম, যেখানে যাও সেইখানেই যে ঝগড়া বাধাও।

নারদ। না মা ঝগড়ার "ইতি" করেছি, সে ভয় আর নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। পারিজাত নিযে তো একবার বিভ্রাট বাধালে, এবারে আর একটা ঠাউরে এসেছ নিশ্চয়। তোমায় দেখলেই যে ভয় হয়!

নারদ। তবু ভাল। যাঁর নামে সর্ব্ব ভয় দূর করে, আমাকে দেখলে যে তাঁরও ভয় হয—সেও একটা বাহাদুরী বটে!

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, অনেক দিন পরে তুমি দ্বারকায় এসেছ, বিশ্রাম গ্রহণ কর, আমার একটু কাজ আছে, সেরে আসছি। আমি যাত্রা ক'রে বেরুচ্ছি, এমন সময তুমি এলে।

নারদ। তা হ'লে কাজটি তো বড় সহজ নয, যার জন্যে তুমি ব্যস্ত হ'যে চলেছ!

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, এসেছ ভালই হয়েছে, অপেক্ষা কর। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল তিন পুরী ঘুরে বেড়াও, অনেক অপূর্ব্ব বস্তু তুমি দেখেছ, আজ তোমায় এমন বস্তু দেখাব, যা তুমি কেন, আমিও অনেক দিন দেখিনি। প্রসাদের জন্য এসেছ? এমন প্রসাদ তোমায খাওয়াব—যার মিষ্টতার লোভে আমি এখন থেকে আকুল হয়ে উঠছি। অপেক্ষা কর নারদ, আমি এলেম ব'লে।

প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের পুনঃ প্রবেশ ও গীত

সই, কার বাঁশী বল্ বেজে উঠেছে।
বংশীবদন কালশশী ছুটে চলেছে ॥
ফুরিয়েছে কার দুঃখের রজনী,
কার মনের বনে ফুল ফুটেছে বল্‌লো সজনী
কোন গোকুলে প্রেম-যমুনা উছলে উঠেছে
কূলহারা কে আকুল হ'য়ে কেঁদে ডেকেছে ॥

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতট

সুদামা

সুদামা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ব্রাহ্মণীর কথায় তো বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেম, পথের মাঝে যে এমন বিপর্য্যয় নদী, তাতো তখন মনে হয়নি। এখন পার হই কি ক'রে? না আছে একখানা নৌকো, না আছে একখানা জেলে ডিঙ্গি। এদিকে বেলাও বাড়তে চ'ল্ল। কখন্‌ই বা পার হব, আর কখন্‌ই বা কৃষ্ণের দেখা পাব। নাঃ—শাস্ত্র মিছে নয়। স্ত্রীলোকের কথা শুনে কাজ কল্লে এমনি বিপদই ঘটে। এখন কি করি? দেশে ফিরে যাই, সাঁতরে তো আর নদী পার হ'তে পারিনি! তার পর, অপেক্ষা ক'রে কায় ক্লেশে কোনরকমে যদি

পারই হই, শেষে রাজবাড়ীতে ঢুকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখাই বা ক'রব কি ক'রে? যত এগুচ্ছি, ততই আমার প্রাণ শুকুচ্ছে। হরি হে! গিন্নীর কথা শুনে কি বিপদেই পড়লেম। দূর হ'ক, একটু বসেই যাই। এই নদী পেরোতেই ভয়, সামনে অকূল ভবসমুদ্র কি ক'রে যে পার হব, ভগবান তুমিই জান!

একটি ডিঙ্গি লইয়া গান গাহিতে গাহিতে বালক মাঝির বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

গীত

হে! কে পারকে যাবি আয়।
টানের মুখে লা ছুটেছে, ঢেউ উঠেছে দরিয়ায়॥
আমি বাগিয়ে হাল মারছি ঝিকে,
গলুই আমার পারের দিকে,
তুফানের ভয় করিসনা'র, ভিড়বে ডিঙ্গে কিনারায়॥

শ্রীকৃষ্ণ। হে কর্ত্তা, গাঙের ধারে ব'সে কি ভাবছ? পারকে যাবে তো এস, আমি ওপারের যাত্রী খুঁজছি।

সুদামা। ওহে মাঝির পো, তোমায় তো বেশ চালাক চতুর দেখছি, লা তো টেনে আনলে, এখন পাড়ি দেবে কে?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন কর্ত্তা, যে লা এনেছে সেই পাড়ি দেবে।

সুদামা। বাবা বাচ্ছা মাঝি, তোমার চেয়ে যে তোমার নৌকোর হালটা বড়। গাঙও তো দেখছ, নেহাৎ খাল বিল নয়, তোমার কথায় নৌকোয় উঠে শেষে কি অপঘাতে মরব বাপ?

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কি ক'রবে কর্ত্তা ?

সুদামা। ক'রব আর কি ? বাড়ী ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণীর আহারের সুব্যবস্থা ক'রব। আমারও যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, মাগীর তাড়নায় বেরিয়ে দেখছি যে, বেঘোরে প্রাণ যায়।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণ আর যাচ্ছে কই কর্ত্তা, ডিঙ্গেয় চ'ড়ে মজা ক'রে পার হয়ে চলে যাবে। ছেলেমানুষ ব'লে ভয় পাচ্ছ ? আমি বড় শক্ত মাঝি, তোমার আশীর্ব্বাদে না'র কাজ আমিই চালাই।

সুদামা। এ ছোঁড়া তো ভারি ডেঁপো। ওরে ছোকরা তুই যাই বল্, তোর কথায় বিশ্বাস ক'রে আমি নৌকায় উঠছিনি। তোর কে বাপ দাদা আছে ডাক্, মিছে বেলা হয়ে যাচ্ছে, এই বেলা পার হয়ে নিই।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর, এইবার যে বড় গোলে ফেল্লে। বাপ টাপ আমার কোন কালে ছিল না—ডাকব কাকে ?

সুদামা। বাপ ছিল না ? তবে তুই হ'লি কি ক'রে ?—জ্যাঠা কোথাকার। তোর বাপকে ডাক্, পার ক'রে দিক, তোর সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করতে পারিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। হেঁ, ঠাকুর বলে কি দেখ। বাপ নেই তো আর ডাকব কাকে ?

সুদামা। নিশ্চয় তোর বাপ আছে, একশ'বার তোর বাপ আছে, হাজার বার তোর বাপ আছে। নিয়ে আয় তোর বাপকে ডেকে।

শ্রীকৃষ্ণ। কোত্থেকে ডেকে আনব ?

সুদামা। যেখান থেকে পারিস খুঁজে নিয়ে আয় তোর বাপকে।

শ্রীকৃষ্ণ। গাঙ্গের ধারে বাপ কোথায পাব ?

সুদামা। গাঙ্গের ধারে না পাস, হাটে দেখ্, মাঠে দেখ্, বাজারে দেখ্, যেখানে পাস খুঁজে নিযে আয তোর একটা বাপকে!

শ্রীকৃষ্ণ। আরে এ তো বড় হুজুতে ঠাকুর দেখ্ছি! বাপ কি একটা কাঠের ডিঙ্গী, যে তৈরী কল্লেই হ'ল? ঠাকুর, যাবেতো এস, নইলে আমি চল্লাম।

সুদামা। হাঁরে, সত্যি সত্যি তোর বাপ নাই ?

শ্রীকৃষ্ণ। আরে ঠাকুর, আমি কি মিছে বল্ছি? বাপ থাকলে কি আর আমায় একলা ছেড়ে দেয ?

সুদামা। তাইতো রে, তা হ'লে তো তুই বড়ই দুঃখী ?

শ্রীকৃষ্ণ। নইলে ডিঙ্গে বেযে মরি ঠাকুর।

সুদামা। তাওতো বটে। তা হাঁরে, তুই একলা পার ক'রে নিযে যেতে পারবি তো ?

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর এইবার হাসালে। পেল্লায সাগরে পাড়ি দিই তা এটাতো সামান্য একটা খাল ব'ল্লেই হয়।

সুদামা। যা থাকে কুল-কপালে। বাড়ী থেকে যখন বেরিয়েছি, তখন আর ফিরছিনি। যদি মরি, মাগী ঠেলাটা বুঝবে তখন।—ওহে মাঝির পো, একটু সামলে নিযে যেও বাবা।

শ্রীকৃষ্ণ। কোন ভয় নেই কর্ত্তা, তুমি উঠে পড়।

সুদামা। (নৌকায উঠিয়া) হরি হে, তুমিই জান আমার অদৃষ্টে কি আছে!

গীত

শ্রীকৃষ্ণ।—

ঢেউয়ের মুখে চলেছে না হেলে দুলে।
ঢেউ ছুটেছে ফুলে ফুলে।
থাকতে বেলা এই বেলা আয়, পারের সময় বয়ে যায়,
আমি জোর বাতাসে দে'ব পাল তুলে।
ছুটে আয়, ছুটে আয়, যদি যাবিরে কূলে॥

নৌকা বাহিয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বারকার প্রাসাদ তোরণ

দ্বারবানগণ ভাং ঘুটিতেছে

গীত

পিয়ে ভাং রহি হুঁসিয়ার।
চলে হরদম তাজা, ইয়া বুটিদার গাঁজা,
জান লবেজান হো হো মরি ইযার॥
লটক্ পটক্ মারি হাতী, কমিনা নেহি ইয়ে ছাতি,
দুশ্‌মন ভাগাই, রহি দেউড়ীমে খবরদার॥
মথুরামে ঘর, কিষণজীকা নোকর,
রাজার রাজা ম'নব মেরা, মালেক দিন দুনিয়ার॥

সুদামার প্রবেশ

সুদামা। ভালয় ভালয় তো পার ক'রে দিলে। দেউড়ীতে দেখছি যণ্ডা যণ্ডা দরোয়ান, এখন ঢুকতে দিলে হয়।

১ম দ্বার। আরে দেখো ভাই, কেয়া বদবখত্, ফিন্ ভিখিরী আযা।

২য় দ্বার। হাঁ হাঁ, পেন্নাম, ঠাকুর বাবা! কি খবরটি আছে? ভিখ্ যা?

সুদামা। না বাবা, ঠিক ভিক্ষে নয়, তবে কিনা—আর কি-ই বা বলি? এই তোমাদের রাজার সঙ্গে একটীবার দেখা ক'রব।

২য় দ্বার। কি বলছেন? মহারাজজীকা সাথ ভেট্ মাংছেন? কি দরকার?

সুদামা। অ্যাঁ, দরকার এমন কিছুই নয়, তবে কিনা—আঃ কি-ই বা বলি? কি বিপদেই ফেল্লে!—এই, এদিকে এসেছিলেম, তাই তোমাদের মহারাজা—এই আমার বড় বন্ধু কি না—এই দিকে এসে ছিলেম, তাই মনে কল্লেম, একবার দেখা করে যাই।

২য় দ্বার। হাঁ হাঁ ঠাকুর মশাই, গাঁজা টাজা চলে দেখ্ ছি! বড়া ভালা আদমী। মহারাজজী আপ্ কো দোস্ত হ্যায়। হাঃ হাঃ।

সুদামা। হাঁ, একসঙ্গে পড়াশোনা ক'রেছিলেম কিনা—তাই,—আর কি ছাই বা বলি?—এই, ছেলে বেলার বন্ধু।

২য় দ্বার। আরে ভাই, ছিলাম ভর, ছিলাম ভর।

১ম দ্বার। ছিলাম তো তৈয়ার।

২য় দ্বার। বেশ বেশ। লেন লেন ঠাকুর মোসা, একটান টান্নন— মহারাজজীকা দোস্ত কিনা! হাঃ হাঃ—

সুদামা। বাপু, আমি তো গাঁজা খাইনা।

২য় দ্বার। ভাংবি তৈযার আছে, এক লোটা খান, কলিজা একদম ঠাণ্ডা হইয়ে যাবে।

সুদামা। ভাং খাব? বাপু কি বলছ? আমি ভাংও খাইনা, গাঁজাও খাইনা।

২য় দ্বার। খান্ বৈকি, খুব খান্।

সুদামা। কি বিপদেই পড়লেম। এখন এই ষণ্ডা বেটাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই কি ক'রে? ওঃ কি কুক্ষণেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম। বামনী কি শত্রুতাই সাধলে। মনে হচ্ছে ঐ সিদ্ধি ঘোঁটার ডাণ্ডাটা নিযে গিয়ে দিই তার মাথায দু'ঘা বসিযে। আমি কিছুতেই আসতে চাইনি, জোব ক'রে আমায পাঠালে।—দোহাই বাবা। সত্যি সত্যিই আমি গাঁজা কি সিদ্ধি খাইনা।

১ম দ্বার। তা হ'লে কেতো দিন মাথার বেমারি হইযেছে? ঘরে কেউ নাই বুঝি, একলা ছোড়িযে দিযেছে?

সুদামা। দুঃত্তোর বড়লোকেব কাঁথায আগুন। ভদ্রলোক বাড়ীতে ঢুকবে, দেউড়ীতে ভোজপুরী পথ আগলে দাঁড়িযে আছে। একটু ভদ্রতাও নেই? এ ছাই লোকে বড়লোক হয কেন? বাবা, সত্যি সত্যি আমার মাথারও ব্যাযরাম হযনি, আমি গাঁজাও খাইনা। দোহাই বাবা, একবাব দযা ক'বে ছেড়ে দাও, তোমাদেব মহারাজেব সঙ্গে দেখা ক'বে ঘরেব ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

২য় দ্বার। ছোড়িযে তো দেবে, লেকেন ট্যাঁকে কিছু আছে?

সুদামা। বুঝতে পারছনা বাবা? ট্যাঁকে কিছু থাকলে কি আর এই দুপুর রৌদ্রে ঘর ছেড়ে এখানে আসি? ওঃ ব্রাহ্মণী, কি বিপদেই

ফেল্লে! একেই বলে "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"। গাঁজার গন্ধ মড়া পোড়ার গন্ধ! ষণ্ডা বেটাদের সঙ্গে কথা কইতে বমি আসে!

২য় দ্বার। ভিখ্ষা যা পাবেন, কেতো বখরা দেবেন? আধা-আধি?

সুদামা। ভিক্ষেরও বকরা! তাও আবার অগ্রিম পাইনি।—বাপু, আমি ঠিক ভিক্ষে ক'রতে আসিনি, একবার দেখা ক'রতে এসেছিলেম।

১ম দ্বার। আবে ভেইয়া ছোড়িযে দে।—যাও ঠাকুব, যাও। ঠাকুর, বডলোকের বাড়ী আসতে হ'লে পান খেতে কুছু সঙ্গে করে আনতে হোয। যাও—যাও।

সুদামা। আঃ বাবা বাঁচলুম—এক ধাক্কা কাটল। এখন কোন দিকে বাজ সভা খুঁজে পেলে হয। প্রস্থান

২য় দ্বার। এঃ সব নেশা ছুটিযে গেল।

১ম দ্বার। ভাওনা কি? ছিলাম তৈযাব—চল।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

দ্বাবকাব বাজসভা

সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ আসীন, নারদ, সাত্যকী ও রাজন্যবর্গ

নাবদ। কৈ ঠাকুর, আমায যে অপেক্ষা কবতে ব'লে চলে গেলেন—কি অপূর্ব্ব বস্তু দেখাবেন বলেছিলেন, কি অপূর্ব্ব বস্তু খাওয়াবেন বলেছিলেন তা কৈ?

শ্রীকৃষ্ণ। (হাসিয়া) নারদ, তোমার সবতাতেই তাড়াতাড়ি। ব'স, ব্যস্ত কেন? রাজকার্য্য শেষ করি, রাজারা সব নানা দেশ থেকে এসেছেন, এঁদেব আবেদন আগে শুনি।

একান্তে সুদামার প্রবেশ

সুদামা। (স্বগত) যোগে যাগে তো রাজসভায় এসে প্রবেশ কল্লেম। ঐ তো রত্ন সিংহাসনে আমার সেই বাল্য বন্ধু যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ। নানা দেশের রাজন্যবর্গও বসে আছেন দেখছি। এখন তো ইনি রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত, চিন্‌তে পারবেন কি? যাক—ফিরেই যাই।—নাঃ, যখন এতটা কষ্ট স্বীকার ক'রে এসেছি তখন শেষটা কি হয় দেখেই যাই। যদি না চিনতে পারে। নাঃ ফিরেই যাই। ওঃ কি বিপদেই প'ড়লেম।

শ্রীকৃষ্ণ। মগধেশ্বর। তোমার রাজ্যের সব কুশল তো?

সুদামা। (স্বগত) নাঃ, চলেই যাই।

মগধ। আপনার আশীর্ব্বাদে, আশ্রম হোমধূমে যথারীতি পর্জ্জন্যেব সৃষ্টি হ'চ্ছে, ইন্দ্র যথাসময়েই বর্ষণ কচ্ছেন, ধরিত্রী শস্যশালিনী, ব্রাহ্মণ-গণ বেদপাঠে রত আছেন, মগধে এখন বিশৃঙ্খলা নাই।

সুদামা। (স্বগত) এদিকে আমার যে সব বিশৃঙ্খল হযে আসছে। ওঃ ব্রাহ্মণী, কি আর বলব? পরিবারও এমন শত্রু হয়। এই মণি-মাণিক্যখচিত রাজসভায় ছেঁড়া নামাবলী গায়ে এসে কি বিপদেই পড়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। কাঞ্চী-অধিপতি!—আরে এ কে? ওখানে দাঁড়িয়ে কে? আরে—আরে—আমার সখা সুদামা? এস এস আমায় আলিঙ্গন

দাও ভাই, আলিঙ্গন দাও। (উঠিয়া গিযা সুদামাকে আলিঙ্গন করিলেন) এ কি। আজ পথ ভুলে নাকি ?

সুদামা। না না—এই (স্বগত) কি-ই বা বলি ? কি বিপদেই পড়লেম। এমন বন্ধুবৎসল নইলে শ্রীকৃষ্ণ জগতের বন্ধু ? আমার তো কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে ! (প্রকাশ্যে) এই, অনেক দিন আ—আ—আ—আপনাকে—

শ্রীকৃষ্ণ। আরে। "আপনাকে" ? তুমি আমায় এতটা পর ক'রে ফেলেছ না কি হে ? সেই তুমি, সেই আমি—আচার্য্য সান্দীপনের আশ্রমে একসঙ্গে কত কাল কাটালেম—সেই খেলা ধুলো—আর এখন "আপনি" ?

সুদামা। এই না—না, এই—আ—আ—আ—তু—তুমি ভাল—

শ্রীকৃষ্ণ। আরে অমন ঢোঁক গিলে কথা বলছ কেন ?

সুদামা। তুমি ভাল—

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ হাঁ ভাল আছি, এস এস। (সিংহাসনের পার্শ্বে বসাইলেন) ওঃ বড পরিশ্রান্ত হ'যে পডেছ দেখছি। সাত্যকি ! একখানা ব্যজনী নিযে এস , আহা, সখার আমার পরিশ্রমে ঘাম ঝরছে। (সাত্যকি ব্যজনী আনিয়া দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজে বাতাস করিতে লাগিলেন)

সুদামা। থাক্ থাক্, আপনাকে—এই, এই, তোমাকে আর বাতাস করতে হবে না। (স্বগত) আঃ কি বিপদেই পড়লেম ব্রাহ্মণীর কথা শুনে। (প্রকাশ্যে) থাক্ থাক্, বাতাস আমি নিজেই করছি।

শ্রীকৃষ্ণ। আরে না না , বনে কত ডাল ভেঙ্গে কত দিন বাতাস করেছি, আজ আবার লজ্জা হচ্ছে ? সব বুঝি ভুলে গেছ ? ছিঃ ! তুমি

এমনি? ভাই, তোমার কুশল তো? আর আমাব সখী আমায় ভুলে যাযনি তো? তোমার মত সেও আমায পর করেনি তো?

সুদামা। হাঁ—না না—পব কববে কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ—কুশল কুশল! আপনার—তোমাব কথা সে নিত্যই বলে। (স্বগত) আমি সত্যই দ্বাবকার রাজসভায যদুপতি জগতেব নাথ শ্রীকৃষ্ণেব পাশে বসে আছি, না, এ সান্দীপন মুনির আশ্রম?

শ্রীকৃষ্ণ। নাবদ, দাঁড়িযে দেখছ কি? যাও যাও, দেবী রুক্মিণীকে সংবাদ দাও, আমার বন্ধু এসেছে, আমাব বাল্যসখা—সহপাঠী—কত দিন পবে দেখা—তাব পরিচর্য্যা ক'রতে হবে—যাও—দেখ্‌ছ কি?

নারদ। কি দেখছি, কি দেখছি? প্রভু আমি কোথায?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি দ্বারকাব বাজসভায। যাও, দেবীকে বল স্বর্ণ ভৃঙ্গাবে সুবাসিত জল নিযে এসে সখার পা ধুইযে দিন। সখা আমার পথ হেঁটে এসেছে, বুঝতে পাবছ না? যাও।

নারদ। যাই, মা লক্ষ্মীকে আমাব ডেকে আনি। প্রস্থান

১ম বাজা। (জনান্তিকে) কে এ ব্রাহ্মণ যার জন্য যদুপতি এত ব্যস্ত?

নারদের সঙ্গে রুক্মিণীর জল লইযা প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। এস দেবী, এস। তুমি এঁকে জাননা। ইনি আমার বাল্যসখা, সহপাঠী সুদামা, দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুদামা। দাও, এঁর পা ধুইযে দাও।

সুদামা। (স্বগত) এ আবার কি বিপদে ফেল্লে। এর চেযে যে দেখছি দরোযানেরা যদি মেরে তাড়িযে দিত, সে যে ছিল ভাল। অ্যাঁ—জগতের লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী আমাব পা ধুইয়ে দেবেন। এ কি শাস্তি।

রুক্মিণী। সখা, পা বাড়িয়ে দাও, আমি তোমার পা ধুইয়ে দিয়ে আজ ধন্যা হই।

সুদামা। (স্বগত) কি বিপদেই পড়লেম গা! যোজনভেদী পদদ্বয় রাস্তার কাঁকরে ফেটে চৌচীর হয়ে আছে—এই সভার মধ্যে সেই পা বা'র করি কি ক'রে? এসে কি ঝকমারীই করেছি। একেই বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

শ্রীকৃষ্ণ। ও কি সখা, আরে পা লুকুচ্ছ কেন? পা বা'র করে দাও। পথ হেঁটে এসেছ, পায়ে কত ধুলো কাদা, আমার মহিষী তোমার সখী, লজ্জা কি?

সুদামা। (স্বগত) লজ্জা যে কি তা তোমায় কিরূপে বোঝাই? কেন আমার এ দুর্মতি হয়েছিল? কেন আমি ব্রাহ্মণীর কথা শুনে এখানে এসেছিলেম! এ যে কাঁদতেও পারছিনি, অথচ চোখের জল যে আর চেপে রাখতে পারছিনি।

নারদ। প্রভু, একটা কথা বলব?

শ্রীকৃষ্ণ। কি বল?

নারদ। সন্তান কাছে থাকতে মা কেন? আমি এই ব্রাহ্মণের চরণ ধুইয়ে দিয়ে আজ ধন্য হই, কৃতকৃতার্থ হই, আমার জন্ম ও জীবন সার্থক করি।

রুক্মিণী। না না বাপ। স্বামী আমার একদিন এই ব্রাহ্মণের চরণ কৌস্তভমণি-লাঞ্ছিত বক্ষে সগৌরবে ধারণ করেছিলেন—মনে মনে ঈর্ষা হয়েছিল। আজ অন্তর্যামী সেই স্বামীর কৃপায় যখন এই ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালনের ভার পেয়েছি, সন্তান হয়ে জননীকে এ পরম সৌভাগ্যে বঞ্চিত ক'র না।

গীত

আমি করেছি মনন আজি কেশে মুছাব চরণ।
ভরিয়ে কনক ঝারি, এনেছি শীতল বারি,
ওগো অতিথি, ওগো সখা, ওগো মাধব হৃদিরঞ্জন,
আমার এ সাধের সাধ দয়া ক'রে কর গো পূরণ॥

সুদামা। যা থাকে কপালে দিই ফাটা পা বা'র ক'রে। গরীবের পা এমনি ফাটাই হ'যে থাকে, তাতে আর লজ্জাটাই বা কি? নাও, ধোযাও, চুল দিযে মোছাও, চেটে খাও। যখন প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—যাক্, তখন পা দুখানাই যাক্। যত নষ্টের মূল সেই—

শ্রীকৃষ্ণ। কি সখা, কি বলছ? কে অনিষ্টের মূল?

সুদামা। আমার যম।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার সখীর কথা বলছ নাকি? হাঁ, ভাল কথা—আমার সখী।—কতদিন তার হাঁড়ী থেকে ভাত কেড়ে খেয়েছি, তার হাতের নাড়ু, মনে কল্লে এখনো জিব দিযে জল সরে! আহা কি যত্ন ক'রেই আমায খাওয়াত। তা তুমি যে এলে—সখী আমার জন্য নিশ্চয় তোমায দিযে সেই নাড়ু কিছু পাঠিযে দিযেছেই দিয়েছে। কথা কচ্ছনা না যে? কি বল?

সুদামা। (স্বগত) এই সেরেছে! অতি সাবধানে সেই ক্ষুদের দুটী নাড়ু আমি নামাবলীর মধ্যে চেপে চুপে লুকিযে রেখেছি, পাছে এই রাজসভায বেরিয়ে পড়লে বিভ্রম হই—আর দেখ—অদৃষ্ট, খুঁচিয়ে সেই নাড়ুর কথাই তুলছে। প্রাণ থাকতেও নাড়ুর কথা স্বীকার করা হবে না। এই আমি রাখলেম চেপে।

শ্রীকৃষ্ণ। ও সখা, কথা কচ্ছনা যে? সখী কি সত্যিই নাড়ু দেয়নি? কৈ দেখি? না না—ঐযে তুমি নামাবলীর মধ্যে কি লুকুচ্ছ? হা—হা—হাঃ—আমায় ফাঁকি? কেমন ধরেছি! বা'র কর, বা'র কর, আমার সখীর হাতের নাড়ু বা'র কর। আজ সকলের সম্মুখে আমার সেই সখীর উপহার-অমৃত খেয়ে আমি ধন্য হই।

সুদামা। (স্বগত) হে ভগবান, কেন আমার এ দুর্ম্মতি হয়েছিল। স্ত্রৈণ আমি, হীনবুদ্ধি আমি, মূর্খ আমি, কেন স্ত্রীর কথায় রাজ-ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত এই রাজার রাজার সভায়—দীন আমি, দরিদ্র আমি—কেন এসেছিলেম? এই রাজন্যবর্গের সম্মুখে, আমি জগতের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—যাঁকে লোকে দেব দুর্ল্লভ সামগ্রী দিয়েও তৃপ্ত হয় না—তাঁকে এই সামান্য তণ্ডুল কণায় নির্ম্মিত তুচ্ছ দ্রব্য কোন্ প্রাণে দেব!

শ্রীকৃষ্ণ। ইতস্ততঃ কচ্ছ কেন? দাও। (কাড়িয়া লইলেন ও একটী খাইতে খাইতে) বাঃ বাঃ এযে অমৃতের অমৃত! গোলোকে এমন স্বাদু ভক্ষণ করিনি, বৈকুণ্ঠে এমন স্বাদু ভক্ষণ করিনি, দেবলোকে এমন স্বাদু ভক্ষণ করিনি, পৃথিবীতে এমন স্বাদু ভক্ষণ করিনি। সখা! সখা! আমার সখী সুমতির হাতে গড়া এই নাড়ু—এ তো গুড় দিয়ে গড়া চালের গুঁড়ো নয়, এযে ভালবাসা দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, আদর দিয়ে গড়া তার প্রাণের প্রাণ! বাঃ বাঃ কি চমৎকার।

গীত

সখা, কি সুধা খাওয়ালে আমারে কিনিলে
জুড়ালে আমার ক্ষুধিত এ প্রাণ।
তুমি এমন সুধা কোথায় পেলে গো,
(আমি বহুদিন ছিলাম উপবাসী)

(ভব ক্ষুধা নিবারণ এমন সুধা কোথায় পেলে গো)
বল বল বল বল—
কি আদরের চুরে করেছ এ পুর,
মরম নিঙাড়ি, পরাণ উজাড়ি
কি পীরিতি রসে করেছ মধুর।
(আমি এমন যে কখন খাইনি)
(কি দিব তুলনা গো)
বিনিময়ে বল কি আছে আমার
তোমারে করিব দান॥

শ্রীকৃষ্ণ। একটা তো ফুরিযে গেল, আব একটা—

রুক্মিণী। কচ্ছ কি, কচ্ছ কি? আপন-ভোলা, কচ্ছ কি? তুমি ব্রাহ্মণের একটা নাড়ু খেলে, আমার বৈকুণ্ঠ যে বিকিযে গেল, আমি যে বিকিযে গেলেম। আর একটা নাড়ু যদি খাও, কোথায থাকব তখন?

শ্রীকৃষ্ণ। তাইতো লক্ষ্মী, তাইতো! সে কথা তো মনে ছিল না, তা হলে এই অবশিষ্ট নাড়ু—কি করি?

নাবদ। দযাময! ছেলেকে না দিয়ে যে বাপ খায় এতো কোন শাস্ত্রে নেই। অবশিষ্ট নাড়ু—নারদ, শুভক্ষণে দ্বারকায় এসেছিলে, (নাড়ু লইযা গালে দিয়া) জানিনা সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, সেই সুধা মৃত্যুঞ্জযী—না এই প্রেমামৃত মৃত্যুঞ্জযী।

সুদামা। ভগবান্! নারাযণ! শ্রীকৃষ্ণ! সখা! সুহৃদ্! বন্ধু! তোমার করুণাই মৃত্যুঞ্জযী!! এতদিন শুনে আসছিলেম, আজ প্রত্যক্ষ দেখলেম—তুমি সত্যই দীননাথ—অনাথেব বন্ধু—দবিদ্রেব সখা। আমি সামান্য নাড়ু তোমাকে দিতে লজ্জায মরে যাচ্ছিলেম, তুমি অমৃত ব'লে তা খেযে আমার মান বাড়ালে। আজ আমি গরীব ব'লে আমাব মনে গর্ব্ব হচ্ছে।

নারদ। ব্রাহ্মণ! সার্থক তোমার জীবন—সার্থক তোমার কৃষ্ণ অনুরাগ—তোমার জন্যই আমার এ সৌভাগ্য হ'ল।

রাজাগণ। ধন্য যদুপতি! ধন্য যদুপতি!

নারদ। ধন্য ব্রাহ্মণ! ধন্য কৃষ্ণ-সখা সুদামা!

রুক্মিণী। নাথ! চল বেলা হযে যাচ্ছে, সখা শ্রান্ত, তাঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করিগে চল।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ হাঁ চল, বাজন্যবর্গ! আপনারাও আসুন—আজ বহুকাল পরে দেখা আমার এই সখার সঙ্গে, সকলে একত্রে ভোজন করা যাক্। কি বলেন?

রাজাগণ। উত্তম, উত্তম, পরম সৌভাগ্য!

নারদ। জয় রুক্মিণীকান্ত! জয় জনার্দ্দন! জয় শ্রীকৃষ্ণ-সখা সুদামা!

বন্দী-বন্দিনীগণের গীত

পুরুষ। কান্ত নীল বরণ উজ্জ্বল, জয় মাধব মুনিমানস মোহন।
স্ত্রী। নন্দিত বন্দিত চারু চরণ পঙ্কজ সদা বাঞ্ছিত ভকত জন।
উভয়ে। জয় নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ॥
পুরুষ। মণি কুণ্ডল বিম্বিত গণ্ড মনোহর,
স্ত্রী। রসশেখর নাগর রাস রসিকবর
পুরুষ। উচ্চ শিখি পুচ্ছ মণ্ডিত চূড় লম্বিত কৌস্তুভহার সুশোভন।
স্ত্রী। বেষ্টিত যুবতী শত সঙ্গীত মুখরিত কেলিপর কুসুমিত কুঞ্জবন।
উভয়ে। জয় নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, সুদামা ও রুক্মিণী

শ্রীকৃষ্ণ। সখা বহুকাল পরে তোমায় পেয়ে যে কি আনন্দ হ'ল, তা কি ব'লব। সখীকে আমার কথা ব'লো, বলো তার হাতের নাড়ু খেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

সুদামা। হাঁ, হাঁ, বলবো বইকি, বলবো বইকি, আমারও যে কি আনন্দে ক'দিন কাট'ল—মুখে আর বলতে পাচ্ছি না। তবে এখন আমি আসি?

শ্রীকৃষ্ণ। আসবে? কিন্তু ভাই আর দু'চার দিন থেকে গেলে হ'ত না? এতদিন পরে এলে—

সুদামা। থাকবার তো খুবই ইচ্ছে, কিন্তু এই ক'দিন হ'ল এসেছি—এই বুঝেছ—সেখানে—এই—

রুক্মিণী। সখী আমার একলা? কি বল সখা?

সুদামা। হাঁ একলা বটে—তা—তা—

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ, তাহ'লে তোমায় আর আটকে রাখব না, সখী আমার সেখানে একলা রয়েছে।

সুদামা। (স্বগত) এত আদর, এত যত্ন, এর মাঝে অবস্থার কথা ব'লে কিছু চাই বা কি ক'রে। এরাও তো কিছু বলছে না! তাইতো, কি বিপদেই পড়লেম। ব্রাহ্মণীকে গিয়ে বলব কি? (প্রকাশ্যে) সখা, তাহ'লে আসি?

শ্রীকৃষ্ণ। যখন থাকতেই পারবে না, তখন কি আর ব'লব বল?

রুক্মিণী। দেখ, সখীকে আমার কথা ব'লো। নাড়ু তার মিতেকেই দিয়েছে, আমায় তো সে কিছু দেয়নি!

সুদামা। তা বলব। (স্বগত) কোথায় কি পাবে, কি-ই বা দেবে? কিন্তু শুধু হাতে বাড়ী ফিরব কি ক'রে? ক'দিন বাড়ী ছাড়া, ব্রাহ্মণীর যে কি ক'রে চলছে—তা তো বুঝ্‌তেই পাচ্ছি। আমি এখানে ক'দিন পরম যত্নে, চোব্য চোস্য রাজভোগ আহার করছি—কিন্তু ব্রাহ্মণী কখনও তো এমন জিনিস, এমন উপাদেয় খাদ্য চোখেও দেখেনি। তাকে বঞ্চিত ক'রে আমি খেয়েছি—আমার বুকে শেল বিঁধেছে, ঘরে গিয়ে তার শুক্‌নো মুখখানি দেখব—আর প্রাণ ফেটে যাবে! এরা তো সে সব কিছুই বুঝলে না! শ্রীকৃষ্ণ তো অন্তর্যামী, কিন্তু আমার মন বুঝে কিছুই তো দিলেনা! কি করি?

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, নীরব কেন? ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে, না? তা এতদিনের বন্ধুত্ব, কষ্ট হবারই কথা। কিন্তু কি করবে, যেতেই হবে, সখী আমার একলা।

সুদামা। তা হ'লে—আসি?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ ভাই, এস—আর দেরি ক'র না, অনেকটা পথ, আবার নদী পেরুতে হবে।

সুদামা। হাঁ, হাঁ, আবার নদী পেরুতে হবে! (স্বগত) না—দেবেনা কিছু। আমিই বা চাই কি ক'রে? দোরে ভিক্ষে করা যায়, কিন্তু বন্ধু বান্ধবের কাছে—চাওয়া? না—কাজ নেই, চলেই যাই। (প্রকাশ্যে) তা'হলে সখা যাই—কি বল?

শ্রীকৃষ্ণ। সে তো অনেকক্ষণ বলছি ভাই, এস।

সুদামা। (স্বগত) না, এতো পরিষ্কার জবাব দিলে, তবে আর

দেবে কখন? তাহ'লে চলেই যাই। কিন্তু ব্রাহ্মণীকে কি বলব? বড় আশা ক'রে যে, সে দ্বারকায় পাঠিয়েছিল। (প্রকাশ্যে) সখি, তাহ'লে চল্লেম।

রুক্মিণী। হাঁ, এস!

সুদামা। (স্বগত) দু'জনের-ই এক কথা! পরিষ্কার ব'ল্লে "এস"। আমি যে যাই যাই ক'রে ইতস্ততঃ করছি, এতেও কি বুঝতে পাচ্ছে না? না—গতিক সুবিধে নয়। তবে চল্লেম।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, ভাল কথা। যখন নিতান্তই যাবে—তখন ভাই, আমাদেব সখ্যের নিদর্শন স্বরূপ, আমার এই গলাব মালাটী তোমাব গলায় পরিয়ে দিই, এই নাও ভাই, তোমার বন্ধুর উপহার, তোমার সহপাঠীর উপহাব—তুমি প'বে আমার গৌরব বাড়াও।

সুদামা। বেশ, ভাই বেশ। (স্বগত) না আর কোন আশা নেই! দেখছি এই মালা দিয়েই শেষ ক'রলে।

রুক্মিণী। সখা, এ মালার গুণ জাননা, তোমার সখাব গলার মালা, এ মালাব নাম সাধের মালা। এ গলায় দিয়ে তুমি যা চাইবে—তোমার একটী সাধ পূর্ণ হবে, বুঝেছ?

সুদামা। বটে। বটে!! (স্বগত) আবার ফেল্লে বিপদে। গরীব আমি—এ নিয়ে আব আমি কি করব! আমার সাধ—আমার সাধ—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া) যাক্। (প্রকাশ্যে) তাহ'লে আসি?

শ্রীকৃষ্ণ। অনেকবার তো বলেছি, এস ভাই!

সুদামা। (স্বগত) ব্রাহ্মণীর যেমন বুদ্ধি নেই। আমায় পাঠিয়েছে এই দ্বারকায়! এর ওপর কি কিছু চাওয়া যায়? রইলেমই বা গরীব।

গরীব বলেই তো এত যত্ন, এত আদর। ব্রাহ্মণীকে ব'লব, আমাদের ও গরীবই ভাল। (প্রকাশ্যে) সখা, তাহ'লে এবার সত্যি সত্যিই আসি ? প্রণাম, সখি, প্রণাম, ঋষি, প্রণাম।

শ্রীকৃষ্ণ। আরে আরে প্রণাম। প্রণাম।

সুদামার প্রস্থান

রুক্মিণী। নাথ, ব্রাহ্মণের কি সরলতা।

শ্রীকৃষ্ণ। এ ব্রাহ্মণ যে আমার সখা !

নারদ। কিন্তু কপট, তুমি যে চতুর। তোমার ভাবতো আমি কিছুই বুঝতে পারলেম না ! বড বড মুনি ঋষি, কেউ হাজার বছর শুকনো পাতা চিবিযে কিম্বা বাতাস খেয়ে তোমার আরাধনা করছে—তারা সব রইল প'ডে, আর এই গরীব সুদামা—পেটের চিন্তায়ই বিব্রত—সে হ'ল তোমার হৃদ্‌বন্ধু, সখা, নিজের গলার মালা তার গলায পরিয়ে দিলে, মা লক্ষ্মী চুল দিযে তার পা ধুইযে দিলেন। ব্যাপারখানা কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, সুদামা আর আমি যে অভিন্ন। সে যে, আর কিছু চায় না—আমায চায। সে যে ভালবাসা দিয়ে আমায কিনেছে। সে তো যে সে নয। তাকে অদেয় আমার কি আছে ? গরীবে এ সংসার ভ'রে আছে। সকল গরীবই এই সুদামার মত সরল নিষ্পাপ—নিষ্কাম ভক্ত হ'ক—আমি সকলের দোরে বাঁধা থাকি—এইতো আমার সাধ।

নারদ। ভগবান্, কি গুণে সুদামা এত বড় ? তোমার এত আদরের ?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, সুদামার সঙ্গে যাও, বুঝতে পারবে—কেন সুদামাকে আমি এত ভালবাসি। আমার নরলীলার সহচর এই সুদামা ! নারদ, যাও, সুদামা যে কে তা দেখ।

নারদ। তথাস্তু! ইচ্ছে ক'চ্ছে, একবার ত্রিভুবনকে নিমন্ত্রণ ক'রে ঠাকুরের এই লীলা দেখাই। প্রণাম মা লক্ষ্মী! প্রণাম ঠাকুর।

প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি, আমি আর তো বিলম্ব ক'রতে পারব না, আমায় যে ভক্তের বোঝা বইতে এখনি ছুটতে হবে।

রুক্মিণী। নাথ, তুমি বোঝা বইবে, আর আমাকে যে আমার সখীর বুকের বোঝা নামাতে যেতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ চল, দু'জনে দু'দিকে যাই।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুদামার কুটীর

সুমতি

সুমতি। আজ ক'দিন হ'ল ইনি গেলেন, এখনও ফিরলেন না কেন? পথে কোন বিপদ আপদ হযনি তো? কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছি না। কেন আমার মাথা খেতে তাঁকে পাঠালেম? যেমন ভিক্ষে করে চলছিল তেমনি না হয় চ'লত—না হয় দুদিন অন্তর একদিন জুটত। তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করি, কটু বলি—সেই অভিমানে তিনি কি জন্মের মত আমায় ত্যাগ ক'রে গেলেন? নইলে এত দেরী হবার তো কোন কারণ নেই। হে

হরি! হে কৃষ্ণ। হে সখা। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দাও, আমি তোমার নামে দিব্য করে ব'লছি আর কখনও তাঁর সঙ্গে ঝগড়া ক'বব না। তিনি ক'দিন নেই, মনে হ'চ্ছে সব যেন আঁধার। হে দয়াময়! তুমি তো অন্তর্যামী, তুমি তো জান, আমি মুখে তাঁব সঙ্গে ঝগড়া করি কিন্তু আমার অন্তরের সবটাই তিনি। হে ঠাকুর! তাঁকে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে এনে দাও।

গীত

দুখিনীরে কর দয়া ওহে দয়াময়।
অনাথিনী অভাগিনী, স্বামীর চরণ বিনে নাহি জানি
তাঁর আদরে আদরিণী —
তাঁরে হারা আপন হারা, হেরি সব শূন্যময়॥
ফিরিয়ে এনে দাও গো তাঁরে, ভাসছি আমি নয়ন ধারে
রইতে নারি এ আঁধারে—
আকুল হ'য়ে ডাকছি তোমায় নারীর প্রাণে কত সয়।

ছদ্মবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ

গীত

শাবন ঘন বরষে বারি,
পথ হারা ফিরি একেলা নারী।
কাঁপে তাল তমাল ঘন নিবিড় গহন,
গরজে গভীর আঁধার গগন,
দুরু দুরু কাঁপে প্রাণ—
নয়ন বারি কেমনে নিবারি॥

সুমতি। আহা, কে এ দুখিনী।

লক্ষ্মী। আমায় একটু ঠাঁই দেবে ভাই ?

সুমতি। তুমি কে বোন্।

লক্ষ্মী। আমি একটু থাকবার ঠাঁই খুঁজছি। ঝড়—জল, যেখানে যাই, সেইখানেই দেখি দরজা বন্ধ, তুমিই দেখছি দোরটী খুলে ব'সে আছ। আর অচেনা ব'লে কেউ থাকতে দিতেও চায়না—তুমি দেবে ?

সুমতি। মানুষ আশ্রয় চাইলে, যদি আশ্রয়ই দেব না, তা হ'লে বোন্, গাছতলায় বাস ক'ল্লেই তো হ'ত, এ ঘর বেঁধে থাকবার তো দরকার ছিল না।

লক্ষ্মী। বেশ মানুষ ভাই। লোকে বলে কি জান ? চিনি না—কেমন স্বভাব—শেষ কি চুরী ক'রে নিয়ে পালাবে ?

সুমতি। আমার সে ভয় নেই, যাদের আছে তাদেরই চুরীর ভয়, আমার কি নেবে ? তুমি কে ? কোন দেশে তোমার বাড়ী ? তোমার মাথায় সিঁদুর দেখছি, তোমার তো স্বামী আছেন, তবে বোন, তুমি একলা পথে পথে বেড়াচ্ছ কেন ?

লক্ষ্মী। কি ব'লবো বোন, স্বামীর জ্বালাতেই তো এক জায়গায় স্থির হ'যে থাকতে পারি না।—স্বামী বারমুখো।

সুমতি। এমন সুন্দরী তুমি, তবু তোমার স্বামী ঘরবাসী নন !

লক্ষ্মী। ও জাতের ধারাই ঐ। গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়, তবু পেট ভরেনা, বাইরে চুরি ক'রতে বেরোয় ! লোকেও বলে, নোট', চোর ! কি না বলে বল। ব'লবে না ভাই ?

সুমতি। কি জানি, ও জ্বালাতো কখনও পাই নি।

লক্ষ্মী। তোমার বরাত ভাল ! আমার দুঃখের কথা ব'লব কি

বোন, এর আবার জাত বিচার নেই। যে কেউ একবার ডাকলেই হোল। তা কে জানে গয়লা, কে জানে বামুন, কে জানে কুঁজো, কে জানে সুন্দরী। বলে কি জান, বাইরেটা দেখে কি হবে—ভেতর ভাল হ'লেই হোল, তার আবার সুন্দর কুৎসিত কি? জাত অজাত কি? শুনে জ্বলে ম'রে যাই। তাই তো ঝড় জল মাথায় বেরিইছি।

সুমতি। স্বামীর উপর রাগ ক'রে কি হবে বল?

লক্ষ্মী। তাই কি রাগ ক'রে থাকতে দেয়। এসেছি, এখুনি হয় তো পেছনে পেছনে ছুটে আসবে, ধ'বে নিয়ে যাবে। পায়ে ধবতেও তো কসুর নেই। তোমার কে আছে ভাই?

সুমতি। আমাব স্বামী আছেন।

লক্ষ্মী। কৈ, তাঁকে তো দেখছিনি।

সুমতি। তাঁব জন্য অপেক্ষা ক'রেই বসে আছি—তিনি আজ কদিন হ'ল বাড়ী ছাড়া।

লক্ষ্মী। কোথায় গেছেন?

সুমতি। দ্বারকায়।

লক্ষ্মী। দ্বারকায কেন?

সুমতি। কি ব'লব বোন। মেযে মানুষ—লোভাত্তে জাত কিনা—গরীব বামুন—তাই মনে করলুম বাবো মাস ভিক্ষে না ক'রে, যদি বন্ধুর কাছে চাইলে কিছু পাওযা যায, মন্দ কি? তিনি যেতে চান্‌নি, আমি জোর ক'বে তাঁকে পাঠিয়েছি। তা দেখ পোড়াকপাল, আজ ক'দিন হ'ল তিনি গেছেন, আজও ফিরছেন না। কি জানি তাঁর কি হ'ল!

লক্ষ্মী। কৃষ্ণ শুনেছি বিপদ ভঞ্জন, তাঁর কাছে যখন গেছেন তখন বিপদের ভয় মিছে।

সুমতি। কিন্তু বোন্, মন তো বোঝে না।

লক্ষ্মী। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্দি হযে এখানে থাকি, কি বল ভাই? রাতটা পোহালেই চলে যাব। আমাব একলার জন্যে তোমায় রাঁধতে হবে না, ঘরে যা আছে, সামান্য কিছু দিও, জল খেযে প'ড়ে থাকব; আমার জন্যে তোমায কিছু ব্যস্ত হ'তে হবে না।

সুমতি। (স্বগত) তাইতো, আশ্রয তো দিলুম, কিন্তু ঘরে যে আমার কিছুই নেই, একে কি খেতে দেব। তিনি থাকলেও না হয় ভিক্ষে ক'রে কিছু আনতে পারতেন, আমি মেযে মানুষ, ভিক্ষেও তো ক'রতে পারব না।

লক্ষ্মী। দুজনে গল্প করে রাতটা কাটিযে দেব, কি বল?

সুমতি। হাঁ তা বৈ কি। (স্বগত) তাইতো কি করি? উঃ গরীব হওযা কি পাপ! কত ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা ক'ল্লে, তবে লোকে আমাদের মত গরীব হয়। চাইলে কারোকে এক মুঠো খেতে দেবার ক্ষমতা নেই—অথচ আমরা উপোস ক'রে বেঁচে থাকি। কিসের আশায়? কিসের লোভে? পরে দেবে, তবে খাব; পরে দেবে তবে লজ্জা নিবারণ ক'রব, কিন্তু এ লজ্জা তো নিবারণ হবার নয়! এই দুখিনী, এক রাত্রের জন্যে আশ্রয চাইলে,—খেতে চাইলে,—লজ্জার মাথা খেয়ে কেমন ক'রে ব'লব যে, আমিই ওবেলা থেকে উপোস ক'রে আছি—ঘরে কিছু নেই!

লক্ষ্মী। বোন, তুমি আর কথা ক'চ্ছনা যে? আমি থাকি এটা কি তোমার ইচ্ছে নয়।

সুমতি। না না—তুমি থাক, যত দিন ইচ্ছে থাক, সে জন্যে ভাবনা কি? তবে আমি—বোন, তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি এখনি আসছি।

লক্ষ্মী। এই অন্ধকারে একলা কোথা যাবে ভাই ?

সুমতি। ঘরে জল নেই, তুমি বোসো আমি এখনি জল নিয়ে ফিরে আসছি।

প্রস্থান

লক্ষ্মী। এখনি ফিরে আসছি। সুমতি, তুমি আমায ফাঁকি দেবে ? তোমার-ই ভক্তিতে আজ তোমাব কাছে আপনাকে বিকুতে এসেছি, আর তুমি গরীব এই অভিমানে জল আনবাব ছল ক'রে আত্মহত্যা ক'রতে গেলে। কিন্তু তুমি জাননা, তুমিই যে আমার স্বামীর কাছে বিকিযে আছ! এতো এক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এ যে জন্ম জন্মের লীলা! গরীব কি তুমি শুধু এ জন্মে ? গরীব নইলে তাঁর লীলার সহচরী কে ? তিনি যে দীননাথ। গরীবের ঐশ্বর্য্য নেই অর্থ নেই সম্পদ্ নেই , কিন্তু তার যা আছে তা কোন বডলোকের নেই। গরীবের প্রাণ—সে যে স্পর্শমণি। তোমার এই ভাঙ্গা কুটীরকে অট্টালিকা ক'রব এই মনে ক'রে এসেছি। তোমার ঘরে যে আমি অচলা হ'য়ে থাকব, তুমি বরণ ক'রে নেবে না ?

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পথিপার্শ্বে পুষ্করিণী

সুমতি

সুমতি। এ প্রাণ রেখে লাভ কি ? গরীব কুকুর শেয়ালের চেয়েও অধম! গরীব ব'লেই তো স্বামীকে বিদেশে পাঠিয়েছি, গরীব ব'লেই

তো অতিথিকে এক মুঠো খেতে দিতে পারিনি, গরীব ব'লেই তো সমাজে কেউ ভাল ক'রে মেশে না, কথা কয়না! তবে আর বেঁচে থাকা কেন? জল আনবার ছল ক'বে এসেছি, এই জলেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিই। দুঃখ রইল এই—মরার আগে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লনা।

জলে নামিল, জল শুকাইয়া গেল

একি! একি হ'ল! পুকুরের অথৈ জল—চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সব যে শুকিয়ে গেল! কথায় বলে—গরীবের কপালে সাগর শুকিয়ে যায—এ যে আমার অদৃষ্টে সত্যি সত্যিই তাই হ'ল! হে ঠাকুর! হে হরি! গরীব ক'রে এ সংসারে পাঠালে—জ্ঞান হযে পর্য'ন্ত একটা সাধও তো কখনো মেটেনি—গরীবের মরবার সাধও কি মেটেনা? কি ক'রব? কোন্ মুখে বাড়ী ফিবব? কি করে ব'লব, ঘরে কিছু নাই, আমি তোমায় খেতে দিতে পারব না! বাঃ! অন্ধকার কেটে গিয়ে, চাঁদও উঠ্‌ল দেখছি। এ চাঁদের আলো, না, অদৃষ্টের উপহাস?

ভার স্কন্ধে ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

গীত

আমি নগদা মুটে—
পরের বোঝা বেড়াই ব'য়ে।
দিনে রাতে নাইক ছুটি
ঘরে বাইরে ছুটো ছুটি,
আহাতো বলেনা কেউ, আমার শুকনো মুখটী চেয়ে॥
সে কিনেছে, সে দিয়েছে বিশ্ববোঝার ভার,
কখনো দাঁড় বেয়ে যাই, করি নদী পার,
রাজার সভায় রাজা আমি, দরিয়ার মাঝে নেয়ে॥

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁগা, হাঁগা, রাত্রে তুমি জল নিতে এসেছ দেখছি? তুমি কাদের বৌ? হাঁগা, তুমি অবাক হ'যে পুকুরের দিকে কি দেখছিলে?

সুমতি। কি আশ্চর্য্য! এ তো কখনো শুনিনি, এ তো কখনো দেখিনি!

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁগা, কি দেখনি? কি শোননি?

সুমতি। গরীব ডুবলে পুকুরের জল শুকিয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ। শোননি? অভাগা যদি গো চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

সুমতি। আহা, কে এই ছেলেটি? এর মুখ দেখে যে সব ভুলতে ইচ্ছে করে! কে নিঠুর—এব কাঁধে এই ভার চাপিযেছে! কে তুমি বালক?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি মুটে গো মুটে। কেউ দযা ক'রে মাথায মোট চাপালে 'না' তো বলতে পাবিনি। যখন এর চেযেও ছোট, আঁটি আঁটি বিচিলি বযেছি। মাথায খড়ম চাপিযে দিলে, তাই বযেছি। তখন ঘাড সোজা হযনি, এখন তো তবু বড় সড় হযেছি। এক বামুন রাজ্যের জিনিস কিনে ঘাড়ে চাপিযে দিলে—ব'ল্লে এই গাঁয়ে পৌছে দিয়ে এস। ঝড় জলে পথ চিনতে পারিনি, রাত্তির হ'য়ে গেল।

সুমতি। আহা, এ গ্রামে কে এমন নির্দ্দয নিষ্ঠুর, এই কচি ছেলের ঘাড়ে এই বোঝা চাপিয়ে দিযেছে। এ গ্রামে কার বাড়ী যাবে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। সুদামা ঠাকুবের বাড়ী। রাত্তিরে পথে একটা লোক নেই যে, তার বাড়ী ব'লে দেয়। তুমি তো এ গাঁয়ের বৌ, বলতে পার কোথায় সুদামা ঠাকুরের বাড়ী? বোঝাটা ফেলে দিয়ে আসি, আমায় তো আবার ঘরে ফিরতে হবে?

সুমতি। কি ব'ল্লে? কি ব'ল্লে? কে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণ। সুদামা ঠাকুব গো, সুদামা বামুন। তুমি কানে কম শোন নাকি ?

সুমতি। তিনি কোথায় ? তিনি কোথায ? কত দূরে তিনি ?

শ্রীকৃষ্ণ। তা তুমি অমন হাঁকপাঁক ক'রে চোখ কপালে তুলছ কেন ? তুমি তার কে হও ? তুমি তার বৌ হও বুঝি ?

সুমতি। দাও—দাও, কাঁধের বোঝা আমায দাও। আহা! তিনি তো এমন ছিলেন না! এই কচি ছেলে—সহরে গিযে কি তাঁর মাথা খারাপ হ'য়ে গেল—এর ঘাড়ে এই বোঝা চাপিযেছেন! আহা—আর এত জিনিসই বা তিনি পেলেন কোথায ? এতে সব কি আছে ?

শ্রীকৃষ্ণ। কি নেই বল ? যা চাইবে তাই, বড় বড ক্ষীরের নাড়ু। এতটা পথ যখন ব'যে এনেছি, তখন তোমায দিয়ে আর কি সাশ্রয ক'রব বল ? ঠাকুর তো তোমার কথা ব'লেই পাঠিযে দিলে, তুমি যে রাত্রে পুকুর ঘাটে এসে, জল শুকুচ্ছ তা জানব কি ক'বে ?

সুমতি। কে তুমি মিষ্ট-ভাষী বালক, সত্যই তুমি আজ আমায় বাঁচালে। তিনি কত দূরে আছেন ? তুমি বোঝা নিয়ে এগিয়ে এলে, তিনি এত পেছিয়ে রইলেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমরা গোয়ালার পো, ছেলে বেলা থেকে মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে পথ হাঁটা অভ্যেস হয়ে গেছে! সে বামুন, আমার সঙ্গে পারবে কেন ?

সুমতি। চল চল—বাড়ীতে যে মেযেটি আশ্রয় নিয়েছে, তার পরে ম'রতে ম'রতে বেচে গেলুম।—স্বামীর খবর পেলুম। আহা, তাকে গিয়ে যে, এ সব খাওয়াতে পারব—আমার যে, কি আনন্দ হ'চ্ছে তা ব'লে জানাতে পাচ্ছিনা। একি! দেখতে দেখতে শূন্য পুকুর যে জলে ভ'রে গেল!

তবে দাঁড়াও বালক, শূন্য কলসীতে জল ভরে নিই, কি অদ্ভুত লীলা ভগবানের—এই পুকুরের জলই একটু আগে শুকিয়ে গিয়েছিল! দয়াময় ঠাকুর, একবার দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করি—অপ'য়া গরীবের গায়ের তাপে যদি পুকুরের জল শুকোয়, তবে তার চোখের জল শুকোয় না কেন? (জল লইয়া) এস বালক, এস—

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি ভরা কলস নিয়ে আগে আগে চল, তবে তো যাব?

সুমতি। এস ভাগী, আমার হাত ধ'রে এস। ছেলে মানুষ—কি জানি অন্ধকারে যদি হোঁচট খাও।

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, সে জন্যে তোমার ভয় নেই। আমি ছেলে বেলা থেকেই টাল সামলে চলি।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

গ্রাম্য বালকবালিকাগণের প্রবেশ

গীত

বালিকাগণ।—কানু বৃন্দাবনে চরায় ধেনু বাঁশরী বাজায়॥
বালকগণ।—রাজার রাজা মদন মোহন প্রজার প্রাণ সে মথুরায়॥
বালিকা।—সে দিনের বেলা গোঠে ফেরে, রাতে কুঞ্জবন।
বালক।—দুধের কেঁড়ে নেয় সে লুটে, চুরি করে মন॥

বালিকা।—গোকুলে লজ্জা সরম ধরম করম সব সে নিলে হ'রে।
বালক।—কদম তলায় দাঁড়িয়ে থাকে রাধার গলা ধ'রে॥
বালিকা।—সে ডেকে হেঁকে দিন দুপুরে গোয়ালিনীর কুল মজায়।
বালক।—কালা ভাঙ্গতে মান, ভাসিয়ে মান ধরে রাধার পায়॥

প্রস্থান

নারদের প্রবেশ

নারদ। অনেকদিনের পর মর্ত্ত্যে এসে ঠাকুরের এক নূতন লীলা দেখ-লেম। চিন্তামণি, তুমি কাকে কাঁদাও, কাকে হাসাও, কে তোমার প্রিয়, কে তোমার অপ্রিয়, তা তুমিই জান, তুমি পরীক্ষা ক'রে দেখতে বলেছ, বেশ, একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখা যাক। পরীক্ষারও তো দুটি কষ্টী পাথর, এক কামিনী আর কাঞ্চন। দেখা যাক, কৃষ্ণ-সখার এই দুই কষ্টী পাথরে কি কস বেরোয। এদিকেও সুবিধে আছে, ঠাকুর দিলেন সুদামাকে তাঁর গলার মালা, ওদিকে ইন্দ্রও ভযে অস্থির, কি জানি, যদি তার ইন্দ্রত্ব চায! তাই মায়াবাদীদের উপর ভার প'ড়েছে বামুনকে একবার ঘোল খাওযাতে। আমারও কৌতূহল বাড়ছে। দেখিই না, এই মহা প্রলোভনের হাত থেকে কেমন ক'রে সুদামা নিষ্কৃতি পায়। বাবা, আমাকেও একবার কাঁথা শুকুতে হয়েছে! রইলেম সঙ্গে সঙ্গে।—দেখি ঠাকুরের লীলা!

গীত

মন, লীলামৃত কর পান দিবানিশি।
হৃদে দেখ যুগল মিলন—
ধ্যানে দেখ যুগল মিলন—
যুগলরূপের আলোক ছটায়
হের উজ্জল দশ দিশি

যুগল প্রেমে যুগল বাঁধা,
যুগল আমার কৃষ্ণ রাধা,
যুগল ছাড়া নাইতো কিছু,
আলোয় কালোয় মেশামেশি ॥

এই যে, সুদামা এই দিকেই আসছে, আমি একটু অন্তরালে যাই।

প্রস্থান

সুদামার প্রবেশ

সুদামা। দ্বারকার পালাতো শেষ হ'ল, এখন ভালয় ভালয় দেশে ফিরতে পাল্লে বাঁচি! বড় লোক বন্ধু ব'লে দেখা ক'রতে গেলেম, আদর যত্ন তো খুব ক'ল্লে, কিন্তু দিলে না তো কিছু। লজ্জার মাথা খেযে আমিও কিছু চাইতে পাল্লেম না। ব্রাহ্মণীকে গিয়ে কি ব'লব? নিজেব গলার মালা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে, কিন্তু তাতে পেটও ভ'রবে না ব্রাহ্মণীর ঠেঁটিও ঘুচবে না। তবে বিদেয দেবার সময ব'ল্লে, এই মালা প'রে আমি যা সাধ করবো, তাই পূর্ণ হবে। কিন্তু সেও একবার। শ্রীকৃষ্ণ যথন ব'লেছেন তখন একবার যা সাধ করবো, তা পূর্ণ হবেই। কিন্তু কি সাধ করি? এক শ্রীকৃষ্ণকে ডাকা ছাড়া আর কোন সাধই তো মন চায় না। দুত্তোর, কাজ নাই আমার সাধের বালাযে, শুনেছি আমাদের চাইতে স্ত্রীলোকেরা খুব ভাল ভাল সাধ ক'রতে পারে। বাড়ী গিয়ে গিন্নিকেই বলবো—তোমার যা প্রাণ চায় একবার ভাল ক'রে সাধ কর—বস্, আমারও ছুটি, গিন্নিও খুসী। নইলে কি চাইতে কি চেয়ে শেষে কি একটা কলহের সৃষ্টি ক'রব? ও—বড্ড রোদ্দুর, গাছ তলায় একটু ব'সে জিরিয়ে নি।

পরাণ বৈরাগী ও তাহার স্ত্রী তুলসীর প্রবেশ

তুলসী। দাঁড়া মিন্সে, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। ঝেঁটিযে বিষ ঝেড়ে দিই! ভিক্ষেয় যাবাব নামটি নেই। আমি মেয়ে মানুষ আমি ওঁর পিণ্ডি যোগাব! ভাতার হযেছেন! ভাতার! ন'ড়ে বসবার ক্ষেমতা নেই—ভাতার। যা বলছি ভিক্ষেয়, নইলে দেব তোর মাথাটা গুঁড়ো ক'রে।

পরাণ। হা ভগবান্, এই আমার কপালে লিখেছিলে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু, নড়তে পারিনে, তার ওপর স্ত্রীর এই তাড়না। ঘরে খাবারের সংস্থানও কিছু নেই! ঠাকুর, গরীব ক'রেছিলে—শরীরটা সুস্থ রাখনি কেন? তা হ'লে তো খেটে খেতে পারতুম, এ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হ'ত না।

তুলসী। আ মর, অর গুণ নেই বর গুণ আছে! আবার ভগবান্ ডাক হ'চ্ছে, (ক্রন্দন) আমার বরাতে এমন পোড়ার বাঁদরও জুটেছিল। কিল মেরে দিতে হয় দাঁত কটা ভেঙ্গে (কিল মারিল)।

পরাণ। ওগো, আর আমাকে মের না, আর আমাকে তাড়না ক'রনা, তোমার তো চোখ আছে, তুমিতো দেখতে পাচ্ছ আমি ইচ্ছে ক'রে ব'সে নেই। পারি না, তবু এই পক্ষাঘাতে পঙ্গু দেহ টেনে টেনে লোকের দোরে ভিক্ষে করি। আজ আর পাচ্ছিনে, আজকের দিনটে জিরুই, কাল আবার ভিক্ষেয় যাব।

তুলসী। আজ তবে গিলবে কি, গতর খেকো, ঘাটের মড়া! পক্ষ-ঘাত! পাপিষ্ঠি, তাই পক্ষাঘাতে ঠুঁটো হ'য়ে ব'সে আছে। ভগবান্ কখন অবিচের করেন না। কত বেম্মহত্যা গোহত্যা ক'রে ছিলি তাই এই জম্মে এই বেয়ারামে ভুগছিস্। কই, আমাদের পক্ষাঘাত হয় না, কুট হয় না?

মর মর, তুইও নিশ্চিন্দি হ, আমিও জুড়ুই। ভিক্ষেয বেরুতে হ'লে ওঁর পক্ষাঘাত হয়!

সুদামা। (স্বগত) ওঃ বাবা, এ যে দেখছি আমারই ব্রাহ্মণীর দ্বিতীয় সংস্করণ। তবে আমার ব্রাহ্মণীর জিব্‌টাই খর,—প্রাণটা সাদা। ঝগড়া করে বটে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক কথনও কিছু বলে না, আব মারেও না। আহা, দু'দিন বাড়ী ছাড়া, ব্রাহ্মণী না জানি কতই ভাবছে। আমারও তো ভিক্ষে বন্ধ। ভিক্ষের অভাবে তারও খাওয়া হ'চ্ছে কিনা কে জানে। বাল্য সখা শ্রীকৃষ্ণ তো দেউল জাঙ্গাল ক'বে দিলে।

তুলসী। হাঁগা, তবুও নডছনা, ঠাওবেছ কি, বাঁচবার বুঝি আর ইচ্ছে নেই?

পরাণ। বাঁচবার ইচ্ছে সত্যিই নেই, কিন্তু মরণও তো হয না। তুমি যাই বল, আমি আজ আর কিছুতেই ভিক্ষেয যেতে পাবব না। এক পাও আর এখান থেকে নডছিনে। আব নডবোই বা কি ক'রে? নডতে তো পারছিনে, যন্ত্রণায প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

তুলসী। প্রাণ আর কই বেরুচ্ছে রে মুখপোড়া। বাক্যির তো কামাই নেই। কথায কথায় প্রাণ বেরোয়, তবে বিযে করেছিলি কেন? দাঁডাত, ঐ ডালটা ভেঙ্গে এনে তোর যন্ত্রণা একেবাবে ভাল করে দি।

সুদামা। ও বাবা, স'রে বসবো নাকি? শেষ যদি আমার পিটেই দু'ঘা বসিয়ে দেয়!

তুলসী। (একটা ডাল ভাঙ্গিয়া মারিতে মারিতে) ওঠ্ বলছি, ওঠ—এই রকম ক'রে তোর পক্ষাঘাত সারাবো।

পবাণ। হা ভগবান্, হা হরি। ওরে, তোর পায়ে পাযে পডি আমায় একেবাবে মেরে ফেল।

তুলসী। কি—পায়ে প'ড়ে আমার আবার অকল্যাণ।

সুদামা। আহা হা হা। একেবারে যে মেরে যেল্লে। এমন প্রলঙ্করী স্ত্রী তো কোথাও দেখিনি; পক্ষাঘাতে পঙ্গু এই বেচারা, ভিক্ষেয় বেরুতে পারবেনা ব'লে তার ওপর এই নির্য্যাতন। ওগো বাছা, ওগো ভাল মানুষের মেয়ে।

তুলসী। তুই আবার কে রে মুখপোড়া?

সুদামা। (সরিয়া দাঁড়াইযা) ও বাবা, দিলে বুঝি একঘা বসিয়ে। আমি—বুঝেছ বাছা—আমি একজন রাহী।

তুলসী। রাহী আছিস্ রাহী আছিস্, আমায ডাকছিস্ কেন?

সুদামা। ডাকিনি ত, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রছিলেম।

তুলসী। তুই জিজ্ঞাসা করার কে রে ড্যাকরা? হ'চ্ছে আমাদেব সোয়ামী স্ত্রীর আলাপ, তুই রাস্তা থেকে এসে মাঝখানে কেন কথা ব'স্‌বে মুখপোড়া?

সুদামা। কথা কি আর সাধে কয়েছি বাছা, এই এতখানি বয়েস হ'ল, মেয়ে মানুষ যে, পুরুষের গায়ে হাত তোলে তা কখন দেখিও নি, শুনিও নি। বেচারী পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তুমি স্ত্রী হ'য়ে এমন নির্দ্দয়ভাবে ওকে মাবছ?

তুলসী। মারবে না? আমার সোয়ামী, আমি মারবো, কাটবো, খুন ক'রব, অপর লোকের কথার কি ধার ধারি?

সুদামা। তা রাস্তায না ঠেঙ্গিযে ঘরে ব'সে যা হয় কল্লেই হয়। পাঁচ জনের সামনে একটা অন্যায় কল্লে পাঁচজনকে কথা ব'লতে হয়।

পরাণ। এই বলতো ঠাকুর, বলতো। ভগবান আমায় মেরেছেন, তার ওপব দিনরাত এই রকম মার। পোড়া প্রাণও বেরুতে চায় না। ভগবান কি এতই নির্দ্দয়। চিরকালতো আমি এমন ছিলুম না। ভিক্ষে শিক্ষে ক'রে তবুতো স্ত্রীকে কাপড়খানা, গযনাটা দিযেছি। বরাতে ব্যারাম হ'ল, আমি কি করবো। পক্ষাঘাতে পঙ্গু। তবুওতো বোঝে না, ভিক্ষেয় যাই কেমন ক'রে?

তুলসী। আমি বুঝিনি, না পেট বোঝে না? আমার কাঁড়ি, নিজের কাঁড়ি। ব্যারামে তো ক্ষিদেব কামাই নেই, তুমিই বলনা—ওগো ফোঁপল দালাল ঠাকুব, ক্ষিদে কি সময় অসময বোঝে? বলে মারে কেন? পেট কাঁদে তাই মারে।

সুদামা। মিছে নয, ঠিক বলেছে। ক্ষিদে তো অবস্থা বোঝে না। আমিও তো এই ক্ষিদের তাড়নায় ব্যাকুল ব'লেই ব্রাহ্মণী আমায দ্বারকায় পাঠিয়েছে। এই ক্ষিদের তাডনায ত ভগবানকে অহর্নিশি ডাকতে পারিনে।

তুলসী। কি গো, বাবিয্ যে হ'বে গেল, আর যে কথা বেরোয না?

পরাণ। তুলসী, আমার জন্তই তোর এত কষ্ট। মেরে মেরে তুইও আক্লান্ত, আমিও আর সইতে পারিনে। তার চেয়ে একটু বিষ এনে দে, একেবারে জুড়ুই। ওঃ—শুনেছি, ভগবান এই সংসার সৃষ্টি ক'রেছেন, যদি একবার তাঁর দেখা পেতেম, জিজ্ঞাসা ক'রতেম, ঠাকুর, কেউ না খেতে পেযে মরে, আর কারুর ভাতের ওপর জোড়া ডাব। এ সংসার সৃষ্টি করেছিলে কেন? আমিত টাকাও চাইনে, কড়িও চাইনে। দেহটা যদি ভাল থাকতো তাহলে ভিক্ষে শিক্ষে করে দুমুঠো খোরাক জোটাতে পারতেম।

সুদামা। আহা, এ হতভাগ্যের প্রার্থনা তো কিছু অন্যায নয। একে অভাব তার ওপর বিকলাঙ্গ। ওর অপরাধ কি? আমারও ত এই সুস্থ দেহ ব্যাধির আক্রমণে ঐরূপ পঙ্গু হ'তে পারে। দরিদ্রের যে কি অভাব তা আমি প্রাণে বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু কি করি—কি করি?

তুলসী। ওরে হতভাগা, তবু গোঁজ হ'য়ে ব'সে রইলি। দেব আর ঘাকতক বসিযে।

পরাণ। না না তুলসী, আর মারিসনি, আর মারিসনি। আমি এই গড়াতে গডাতে যাচ্ছি। দেখি যদি কিছু ভিক্ষে পাই।

সুদামা। ওঃ—এই ব্যাধি নিযে ভিক্ষেয বেরুবে? আর এই উগ্রচণ্ডা এর স্ত্রী। কিন্তু ক্ষুধা তো কোন কথা শোনে না। কি করি? কারই বা দোষ দিই, তবু—কি কবি? এদৃশ্য তো দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ এই মালা দিয়ে ব'লেছেন আমার একটা সাধ, একটা বাসনা পূর্ণ হবে। আমি আর কি বাসনা ক'বব? কি চাইব? আমার এই দেহত সরল সুস্থ, আমি ত অনাযাসে ভিক্ষে ক'রে আমাদের স্ত্রী পুরুষের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ ক'রতে পারি। তবে আমার আর চাইবার কি আছে? তার চাইতে এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত যদি সুস্থ দেহ পায়, তাহ'লে তো এ অনাযাসে ভিক্ষে ক'রে নিজের ভরণপোষণ করতে পারে। তবে তাই হোক, হে ভগবান্, হে হরি, হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমাব প্রসাদি মালার যদি সত্যই এই গুণ হয, আমি কায-মনো বাক্যে এই প্রার্থনা কচ্ছি—

নারদের পুনঃ প্রবেশ

নারদ। কর কি, কর কি মূর্খ ব্রাহ্মণ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদি মালা—ঠাকুর দযা ক'রে সখ্যের নিদর্শন স্বরূপ তোমায় দিয়েছেন—এ মালা প'রে তুমি যদি আজ রাজ ঐশ্বর্য্য চাও, ব্রহ্মলোক, কি বৈকুণ্ঠ, কি

সাযুজ্য—যা চাইবে, করতলগত আমলকীবৎ এখনি তা পাবে। এ, কার জন্য কি চাইতে যাচ্ছ ?

সুদামা। ঠাকুর, তুমি ঋষি, তুমি বুঝবে না—কার জন্য কি চাইতে যাচ্ছি। এ দরিদ্র, দরিদ্রের ব্যথা তুমিতো জাননা, আমি জানি , কেননা আমি দরিদ্র , এ ভিখারী, ভিখারীর ব্যথা তুমিতো জান না, আমি জানি , কেননা আমি ভিখারী। ক্ষুধার যে কি যন্ত্রণা তুমি তো জাননা, আমি জানি , কেন না আমিও একজন ক্ষুধাকাতর দীন। ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, সাযুজ্য সে তো মরণের পরে। চক্ষের উপর দরিদ্র পঙ্গুর এই যন্ত্রণা, আর আমি মোক্ষ চাইব ? হে দরিদ্র, হে দীন, হে নারায়ণ, বাল্য সখা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যখন এই অমূল্য মালা পেয়েছি, তখন এই মালা প'রে আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে এই বাসনা কচ্ছি—তুমি এখনি সুস্থ ও সবল দেহ প্রাপ্ত হও। আমি গরীব—চিরদিন গরীবই থাকব, আমার আর ঐশ্বর্যের প্রয়োজন নেই।

মালা পরাইয়া দিলেন ও পরাণ সুস্থ হইল

পরাণ। এ কি ! এ কি ! আমার দেহে এ কি তেজ ! কোন কালে কি আমার কোন ব্যাধি ছিল ? তুলসী ভাগ্যে তুই মেরেছিলি, তাইত ঠাকুর দয়া ক'রে, আমায় রোগমুক্ত করে দিলেন। কে এ ঠাকুর ? তুলসী নে, নে এঁর পায়ের ধূলো নে, এঁর পায়ের তলায় গড়াগড়ি দে !

তুলসী। তাই তো রে মিন্সে, তাইতো। কে এ বামুনের রূপ ধ'রে ছলতে এসেছে ? দেখতে দেখতে ঠুঁটো তুই, একেবারে তুড়ি লাফ মেরে উঠ্‌লি।

নারদ। সুদামা, দ্বিজোত্তম, বুঝতে পাচ্ছি কেন ঠাকুর তাঁর গলার

মালা তোমায় পরিযে দিয়েছিলেন। দাও—দাও, তোমার পায়ের ধুলো একটু আমায দাও।

সুদামা। আবে কর কি, কর কি? আমার ঠাকুবদাদার বাপের বাপেব বাপের চাইতে বড তুমি—আমার পাযের ধুলো নেবে কি? আরে ছি ছি! শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পঙ্গু সুস্থ দেহ পেলে, আমি কে? যাও ভাই, রোগ মুক্ত হয়েছ, এইবাব ভিক্ষেয় যাও, সংসার করগে।

পবাণ। ঠাকুর, আবাব ভিক্ষে। আবাব সংসার! সংসার ত দেখলুম! যত দিন সক্ষম তত দিন স্ত্রী পুত্র পবিবার। অক্ষমের কেউ নেই। যে অক্ষমেব বন্ধু সে ত দেবতা। তুমি আমায বোগ মুক্ত করনি, আমায় মোহ মুক্ত কবেছ। আবার স্ত্রী? আবাব সংসার? যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদি মালার গুণে আজ পঙ্গু সোজা হযে দাঁড়িয়েছে, যত দিন বাঁচবো, সেই শ্রীকৃষ্ণকে ডাকা ভিন্ন আর কোন কাজ ক'রবো না। দাও ঠাকুর, ভাল ক'রে পাযের ধুলো দাও। তুলসী, যদি সংসার কববার সাধ থাকে, ঘরে ফিরে যা। ঠাকুব, শুনলেম তুমি ঋষি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ধর্ম্মে আমার মতি থাকে, যেন শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি থাকে।

প্রস্থান

তুলসী। আরে এ কি ভেল্কি লাগিয়ে দিলে। ওরে ও মুখপোড়া, আমায় ফেলে কোথায যাস্, আমায ফেলে কোথায় যাস্? এই বুঝি তোব ভালবাসা?

প্রস্থান

গ্রামবাসিনীগণের প্রবেশ

১ম স্ত্রী। ওগো, এখানে কে নাকি একজন অবধূত এসেছে। সে নাকি ফুঁ দিয়ে ব্যামো সাবাচ্ছে?

২য় স্ত্রী। সে নাকি ধূলো পড়া দিযে গাছের পাতাকে টাকা ক'চ্ছে ?

৩য় স্ত্রী। সে নাকি সরষে পড়া দিযে ভূত ছাড়াচ্ছে ?

৪র্থ স্ত্রী। সে নাকি তাঁবাকে সোণা কচ্ছে ?

৫ম স্ত্রী। সে নাকি বামছাগলকে হাতী কচ্ছে ?

সুদামা। ও বাবা, এ কি বালাই, দলে দলে গাঁকে গাঁ যে, আমায ঘেরাও কচ্ছে। কি সর্ব্বনাশ (নারদের প্রতি) ঠাকুব, এইবাব ঠেলা সামলাও, আমি সরি। ও লোকমান্যি হজম কবা আমাব বাবারও সাধ্যি নয। এখনি সব জয জয় ক'রে গরীবেব মাথা খেযে দেবে, তুমি পাব সামলাও।

প্রস্থান

১ম স্ত্রী। ঐ ত পাকা দাড়ী মুনি ঠাকুর। হ্যাঁ গা পরাণেব পক্ষাঘাত তুমিই সেবে দিযেছ ?

২য স্ত্রী। বাবা, আমাব মাসীর চোখের ছানি।

৩য় স্ত্রী। বাবা, ও চোখের ছানি পরে হবে, আমার মুঙ্গ্লী গাইটে বিয়েন ছেড়েছে,—

৪র্থ স্ত্রী। বাবা, আমার মেজ মেযেটা হুডকো, তার একটা বিলি ব্যবস্থা—

নাবদ। আরে, একি বিপদে ফেল্লে—

৫ম স্ত্রী। বাবা, একটু পায়ের ধূলো—

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ পাযের ধূলো।

নারদ। দিলে বুঝি ঠ্যাং দুখানা ভেঙে। ও সুদামা ঠাকুর, ও সুদামা ঠাকুর। বাবা, আমি নই—আমি নই।

৪র্থ স্ত্রী। বাবা, আমার মেজ মেযেটা হুড়কো।

নারদ। হুডকো—তা আমি বুড়ো মানুষ কি করবো?

২য় স্ত্রী। বাবা, আমার মাসীর চোখের ছানি!

নারদ। তোদের গুষ্টির পিণ্ডি। আবাগীর বেটীরা, যে ওষুধ দিচ্ছিল সে যে ঐ সরলো—ধর ওকে।

সকলে। অ্যাঁ সত্যি!

নারদ। তবে কি আমি বুড়োমানুষ মিছে বলছি?

সকলে। তবে ধর—ধর, ঐ দেবতা ফাঁকি দিয়ে পালায়।

প্রস্থান

নারদ। না, ঠাকুরের লীলার বাহাদুরী আছে, দেখ, শেষটায় কি হয়?

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বন

সুদামা

সুদামা। খুব পালিয়ে এসেছি যাহোক! গাঁকে গাঁ যদি চেপে ধ'রত, তাহলে দুর্ব্বল প্রাণটুকু নিয়ে ফিরতে হ'তনা। জয জয় ক'রেই আমার মুণ্ডপাত ক'রে দিত। বাবা! লোকমান্য হজম করা কি সোজা ক্ষমতার কাজ? অসম্ভব সম্ভব হয় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়—আর মানুষ মনে করে সে কি বাহাদুর! তিনি করান আমরা করি, আর মানুষ মনে করে তার কি ল্যাজই গজাল। বাড়ী ফেরবার জন্য প্রাণটা হাঁক্‌পাক্ করছে।

আহা! ব্রাহ্মণী বিবাহের পর একদিনও সঙ্গ ছাড়া হযনি, ক'দিন কাছ ছাডা, যেতে পাল্লে বাঁচি। এই বন, এইটে পেরিযে নদী, নদী পার হ'যেই আমাদের গাঁ, ও বাবা! দলে দলে দেখছি যে স্ত্রীলোক এই দিকে আসছে, এখানেও সন্ধান পেলে না কি?

মায়ানারীগণের প্রবেশ

গীত

মাযা ফাঁদ পাতি ভুবনে।
মাযা জাল ছডিয়ে রাখি গগন গহন-বনে।
হাসি মায়া হাসি, ফুটে ফুল রাশি,
ঝর ঝর ঝর ঝরে মায়া বারি নয়নে॥
চ'লে যাই—ছডাই মাযা,
পরশে শিহরে কায়া,
মায়া হাসি, ভালবাসি জীবনে মরণে॥
মায়া নারী, দেখ মায়া চাঁদ বদনে॥

সুদামা। বাবা, বর্ষার গুমোটে হঠাৎ ফাগুনে হাওয়া ছুটল কোত্থেকে?

১ম নারী। আহা, কে তুমি বিদেশী এখানে একলাটী ঘুরে বেড়াচ্ছ?

সুদামা। না—সে দল নয়। এদের তো দেখছি দিব্যি সাজ পোষাক, এরা কি মর্ত্যের মানবী, না স্বর্গের অপ্সরা? বনের মধ্যে স্বর্গের অপ্সরাই বা আসবে কি ক'রতে?

১ম নারী। কথা কচ্ছ না যে? বলনা? হাঁগা তুমি কে? কি চাও?

সুদামা। ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে চাই।

১ম নারী। কেন, বাড়ী ফিরে যেতে চাও কেন ?

সুদামা। নইলে কোন চুলোয যাব ?

১ম নারী। যাবে কেন ? আমাদের সঙ্গে থাকবে।

সুদামা। ও বাবা! বনের মাঝখানে যে সঙ্গে থাকতে চায। কি বিপদেই ফেল্লে! তোমবা কে ? তোমাদের তো চিনি না।

১ম নারী। চেন না ? নাই বা চিনলে। তুমি পুরুষ আর আমরা নারী, তুমি যুবক আর আমবা যুবতী। বযেস বয়েস চেনে, আর চেনা চিনির বাকী কি ?

সুদামা। ও বাবা, এদের যে মতলব খাবাপ দেখচি। ঘর ছেড়ে সহবে এসে কি সর্ব্বনাশই কবেছি। সখা ব'লে দেখা কবতে গেলাম, ফেরবার পথে বনের মাঝখানে কতকগুলো মাগীতে ঘেরাও কল্লে! এ ব্যূহ ভেদ করা তো বড় সোজা নয়।

১ম নারী। কি ভাবছ ?

সুদামা। ভাবছি, আমাব আদ্য শ্রাদ্ধের আর বাকী কত ? বনের মাঝখানে তোমরা হঠাৎ হাজির হ'লে কি মতলবে ?

১ম নারী। বন পছন্দ হচ্ছে না ? বল তো এই বনের মাঝখানেই প্রমোদ কানন তৈরী কবি ?

সুদামা। এই ঘটালে প্রমাদ!

গীত

মাযানারীগণ।

মলয় মারুত ফেরে পায পায।
ফোটে মল্লিকা বেল, যুঁই চামেলী,
নবীন লতায হাসে কলি,
ভোমরা করে আনাগোনা, নয়ন মেলে কমল চায়॥

গীতান্তে প্রান্তর উদ্যানে পরিণত হইল

সুদামা। তাইতো! সত্যিই তো গভীব বন সুন্দর উদ্যানে পরিণত হ'ল। এরা দেখছি যাদু জানে। মন্তব প'ড়ে, মানুষ আছি, যদি আব কিছু করে দেয়।

১ম নারী। দেখ, বন উদ্যান হ'ল। চল সখা, ঐ কুঞ্জ গৃহে। বসন্তে তরুলতা সব সরস—বাতাসে প্রাণ উদাস করে—পাখীর ডাকে প্রাণে নূতন গানেব সুর আপনি ঝঙ্কার দিযে ওঠে! এই মনোবম বসন্তে যে পুরুষ যুবতী সঙ্গে বঞ্চিত, তার জীবনই যে বৃথা।

সুদামা। ঠিক বুঝতে পাল্লেম না। আমি তো জানি, এই দুঃখ কষ্টের সংসারে শোক দুঃখেব মাঝখানে যে পুরুষ একমনে ভগবানকে না ডাকে, তারই তো জীবন বৃথা।

১ম নারী। না না—যুবতীর কাজল পবা উজ্জ্বল চোখে চোখ রেখে, সুন্দরীর শিরীষ-ফুলের মত কোমল বাহু পাশে যে পুরুষ আবদ্ধ না হয়, সে পুরুষের জীবনই বৃথা। যে পুরুষ যুবতী সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্গে থাকে, তার জীবনই বৃথা।

সুদামা। মিথ্যা কথা। বাববার গর্ভবাসের অশেষ ক্লেশ সহ্য ক'রে, দুর্ল্লভ মানব জন্ম পেযে, যে পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে, তার জীবনই বৃথা। যুবতীব দেহ—চর্ম্মে ঢাকা শ্লেষ্মা—কৃমি ক্লেদ। আজ সুন্দর, কাল কুৎসিত। পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণেব রূপে আকৃষ্ট না হ'যে যে পুরুষ, মৃত্যু-সহচরী এই নারীর সেবা করে, তার জীবনই বৃথা। এই দুঃখপূর্ণ ভব-সাগরে অসহায জীব নিযত হাহাকার ক'চ্ছে, সেই ক্ষুধিত পীড়িত নিতান্ত আশ্রযহীন ভীতচিত্তকে দয়া না ক'রে যে পুরুষ রমণীর আজ্ঞাকারী হয়, তার জীবনই বৃথা। কৃষ্ণ রূপ ধ্যান, কৃষ্ণ নাম জপ, কৃষ্ণলীলা চিন্তা

পরিত্যাগ ক'রে যে পুরুষ কাম পরবশ হ'যে যুবতীর মোহে আচ্ছন্ন হয়, তার জীবনই বৃথা।

১ম নারী। তাতো নয়। ফুলের মত বিছানায় শয়ন, ফুলের মত রমণীকে বক্ষে ধারণ, যুবতীর ফুলের মত কোমল হাতের সেবা গ্রহণ, যে পুরুষ না করে—তাব জীবনই বৃথা। স্বর্গেই বা কি সুখ, মোক্ষেই বা কি সুখ, তপোবনেই বা কি সুখ? ভগবান্ সকল সুখ একত্র ক'রে রেখে-ছেন যুবতীর নযনে বদনে বক্ষে, তার অঙ্গের পরশে, তাব হাস্যেকৌতুকে সঙ্গীতে। তুমি ভুল বুঝেছ। এস, পরমানন্দে নিজেকে বঞ্চিত ক'রনা।

গীত

মাযানারীগণ।

তাম্বুল চর্চ্চিত অধরে—
পিও পিও সুধা সঞ্চিত আদরে॥
এস হরষে—কমল-নিন্দিত উরসে,
এস বঁধু, সুগোল মৃণাল ভুজ পাশে,
মধু মাসে, মধু ঝরে আকাশে বাতাসে—
পিও পিও সুধা প্রাণ বঁধু, প্রাণ ভ'রে।
মিলাও নয়নে নয়ন,
উঠুক কাঁপিয়া নিখিল ভুবন,
ফুল ধনু হাতে আসুক মদন,
কমলিনী চাহে বাঁধিতে নাগরে॥

সুদামা। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে এরা আমায় ত্যাগ ক'ল্লে কেন? হাঁ গা, সুগন্ধি তাম্বুল, উজ্জ্বল কাজল, মৃণাল ভুজ পাশ, মধু মাস, এ সব তো ছেঁড়া নামাবলীর জন্যে নয়! আমরা গরীব লোক, আমাদের

পুঁজীর ভেতর—ছেঁড়া ময়লা কাপড়, বাস—জীর্ণ কুটীব, চিন্তা—দীনের বন্ধু ভগবান্। এ সব রূপৈশ্বর্য্য আমাদের উপর প্রযোগ না ক'রে সমব্যবসাযী খুঁজে নাও না? ছেঁড়া কাপড, ভাঙ্গা কুঁড়ে—আন্তর মধ্যে আছে—ধব্‌ধবে সাদা চরিত্র—গরীবের সাত রাজাব ধন—এক মাণিক। এ বনের মাঝে সেটুকু নিয়ে আর টানাটানি কর কেন? তার উপরে, শুনেছি, একবার টীকে নিলে আর বসন্ত রোগ হয না, তা আমারতো টীকে নেওযা হ'যে গেছে, আমি কৃতদাব। তখন আবার কষ্ট ক'রে আমায মজাবার ইচ্ছে কেন? এ সব ঘোড়া বোগ গরীবের নয। বুঝেছ?

১ম নারী। তুমি কি রকম বে-রসিক? যুবতীর আত্মদান প্রত্যাখ্যান ক'রছ? যা তিন লোকের সবাই কামনা করে?

সুদামা। যার সম্মুখে নরকের দ্বার উন্মুক্ত, সে কামনা করে। মোক্ষ রূপ—অমৃতেব পরিবর্ত্তে, মূত্র পুরীষ পূর্ণ ব্রণক্ষতের রসাস্বাদনে যার আসক্তি—সেই কামনা করে। ভগবানের মানস মোহন রূপের পরিবর্ত্তে যে বস্ত্রাবৃত পূতিগন্ধবিশিষ্ট নরক সহচরী রমণীর ধ্যানলুব্ধ—সেই কামনা করে। আমার মত দরিদ্র যাবা—তারা নয়। হে নারায়ণ, হে দরিদ্র-সখা কৃষ্ণ। অসহায় দীন ব্রাহ্মণকে এ কি পরীক্ষায় ফেল্লে? এর চেয়ে যে মৃত্যু ভাল। কোন্ দিকে যাব? কোথায পালাব?

মাযানারীগণ। আমরা তো তোমায যেতে দেব না।

সুদামা। কি ক'রে এদেব হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব? শুনেছি এদেব জব্দ করবার এক উপায় আছে—জোঁকের মুখে নুন! হে নারী! হে মহামায়ার সঙ্গিনী—হে জননী। তুমি আমায় প্রসব করেছ। মা মহামায়া। তুমি সন্তানকে রক্ষা না ক'ল্লে আমার সাধ্য কি, তোমার এ মাযা—এ মোহিনী থেকে নিজেকে রক্ষা করি!

সকলে। ছি ছি কি লজ্জা। কি লজ্জা!।

১ম নারী। যাও ব্রাহ্মণ, তোমার নিকট আমরা পরাজিত।

সুদামা। মা—মা, আশীর্ব্বাদ কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুদামার বাটীর সম্মুখে

টহলদার রমণীগণ

গীত

খর অতি রবিকর তাপিত ভুবন।
অনল ঝলক বহে উতল পবন॥
পথে পথিক নাহিক কেহ,
নীরব সকল পৌর গেহ
ডাকে নাকো পাখী স্তব্ধ কুঞ্জ কানন॥
হাসে কমল দল শত
গুঞ্জে মধুকর কত—
থির চকিত মৃগ মুদিত নয়ন॥

সুদামার প্রবেশ

সুদামা। শাস্ত্রে আছে ভগবানের কাছে কিছু চাইতে নেই। চাইলেই গোল। ফলও তো হাতে হাতে পেলাম। আমার তো যাবার ইচ্ছেই ছিল না, ঠেলে পাঠালে ঐ ব্রাহ্মণী। তাইতো পথের মাঝখানে একদল উটকো মাগীতে ঘেরাও ক'রলে। বেটীরা সব যাদু জানে। গহন বন—সূর্য্যের আলো প্রবেশ ক'রতে ভয় পায়, চোখের পলকে বাগান ক'রে ফেল্লে। যদি আমায় ভেড়া করে রাখত, তা হলেই বা কি করতেম? বামনীর পায়ের গোড়ায় ব্যা ব্যা ক'রে ডাকলে ঠেঙ্গা নিয়ে তেড়ে আসত। এক আঁজলা জল, কি এক আঁটী ঘাসও দিত না। চিনতেই পারত না তা দেবে কি!

যাই হোক গ্রামে এসে তো পৌঁচেছি। এই তো পুকুর পেরিয়ে, ওই দিকটা তো আমার কুঁড়ে ছিল—কিন্তু—এই! এ আবার কি দেখছি? এখনও মায়ার ঘোরেই আছি নাকি? হ্যাঁ, ঐ তো বষ্টিতলা—ঐ তো—সেই পুকুর। ঐ। কোথায় গেল আমার কুঁড়ে? দিক্ ভুলও তো হযনি। এই মরেছে! আমার দফা একেবারে সেরেছে। এখনও যাদুতে ঘোরাচ্ছে। হায় হায়! এ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল। আমার কুঁড়ে? (মাথায় হাত দিয়া) এ্যাঁ, মাথাটা ঠিক আছে তো। আমার সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে? আর আমার ব্রাহ্মণী?—ওরে কৃষ্ণ! ওরে ও নন্দ ঘোষের বেটা। ওরে ছল! ওরে কপট! বাল্য সখা ব'লে তোর কাছে গেলেম, আর তুই আমার কি সর্ব্বনাশ কল্লি? একেবারে পাগল ক'রে ছেড়ে দিলি? আরে, কৃষ্ণের যদি এই ব্যাভার—তবে এ বিপদে পড়ে ডাকিই বা আর কাকে? ওরে কে আছিস্—ওহে রঘুরাম খুড়ো, ওহে জন্মেজয়, ওরে শিগ্‌গীর আয়,—আমায় দেখ—আমায় বুঝি পাগল ক'রে ছেড়ে দিযেছেরে বাবা!

দ্বারবানগণের প্রবেশ

১ম দ্বার। আরে, হিঁয়া চিল্লাতা কোন্ রে। আরে তোম্ কোন্ হ্যায়?

সুদামা। ও বাবা, এখানেও যে সেই রকম গাঁজাখোর ভোজপুরী! ওরে বাবা, হামি হ্যায।

১ম দ্বার। কোন্ তোম্?

সুদামা। ওরে, আমি সুদামারে সুদামা।

১ম দ্বার। দামা হ্যায় তো দামা হ্যায়, হিঁয়া চিল্লাতা কাহে?

সুদামা। সাধে চেঁচাচ্ছি? ব্যায়রামে প'ড়ে চেঁচাচ্ছি।

১ম দ্বার। বেমারি হ্যায় তো হিঁয়া কাহে?

সুদামা। তাইতো বাবা, হিঁয়া যে কাহে তাতো কিছুই বুঝতে পারতা

নেই। এখানে—এই হিঁযা—এক সুদামা ব্রাহ্মণের—বামুনকা—কুঁড়ে—কুঁড়ে—কুটীর ছিল কি না—

১ম দ্বার। হাঁ হাঁ তার পর?

সুদামা। তাব পর? দ্বারকায গিযা হ্যায, ফিবে আসতে আসতে সেই কুটীব—সেই কুঁডে—একেবাবে—এই অট্টালিকা।—

১ম দ্বাব। কেযা?

সুদামা। আরে মর অট্টালিকা বোঝাই কি ক'রে? এই অট্টালিকা—এই দেউডী—ফটক—বড বড় উঁচু ঘব—পাথবকা দরজা, জানালা—

২য় দ্বাব। আরে ভেইয়া, এতো বাউরা হ্যায।

সুদামা। বাবা, বরাবর এই বকম নেই থা, বাউবা ক'রে ছেডে দিযেছে।

১ম দ্বার। কে বাউবা করিযে ছোড়িযে দিযেছে?

সুদামা। ঐ আবাগের বেটা সেই কেষ্টা—যাকে তোমবা হিন্দীতে কিষনজী বল—সেই। বাবা! একেবারে আমার মুণ্ডু ঘুরিযে দিযেছে।

২য় দ্বাব। হাঁ হাঁ কিযনজী বাউরা কর দিযা, এ বাত হোনে সক্‌তা, লেকেন হিঁযা চিল্লাও মৎ, হিঁযা চিল্লানেসে হামলোক কা রাণীজী—

সুদামা। বাণী! আরে মব—রাণী। এখানে যে সুদামা ঠাকুরের কুঁড়ে ছিল—আর থা—তার এক ব্রাহ্মণী। খেতে পাতা নেহি, তাই আমি দ্বারকায় মে গিযাথা।

১ম দ্বার। গিযা তো ফিন্ হিঁযা কাহে আযা—বাউবা কাঁহাকা?

সুদামা। আসব না? ব্রাহ্মণীকে একলা বেখে গেছি, আসব না? আমার বাডী, আমাব দেশ—আসব না?

২য় দ্বাব। হাঁ হাঁ বিলকুল জিযান নেহি হ্যায। মেরা মালুম হোতা

এ ব্রাহ্মণকা এক জরু—থা, ও মর গিযা—ওসি ওযাস্তে বাউরা হো গিযা ঠাকুর। ইস্তিরী মর গিযা, ওসি ওযাস্তে বাউবা হোনা আচ্ছা নেহি দেখেন্—সব কোইকো তো মরতে হোবে।

সুদামা। আঁ্যা—ম'রে গেল। বলছে কি? জলজ্যান্ত ব্রাহ্মণীকে রে' গেলেম—মবে গেল? এই কদিন আমি দেশ ছাড়া, এব মধ্যে বামনী ম'ল—কুঁড়ে ভেঙ্গে এই অট্টালিকা হ'ল—আমাব এই সর্ব্বনাশ হ'ল? আহ ব্রাহ্মণী—একবার শেষ দেখাও দেখতে পেলেম না। হাঁ বাপু, সত্যি মরেছে? তোমরা দেখেছ?

১ম দ্বার। হামরা কি ক'রে দেখবো বোলেন? আপনাব কথাঃ বুঝলু আপনার ইস্তিরি মবিযে গিযেছে।

সুদামা। আমার কথায বুঝলে বুঝি! এঃ—এ বেটাদেব দেখছি এখনও গাঁজার নেশা রযেছে। এদের সঙ্গে কথা ক'যেতো কিছুই বুঝতে পারব না। ব্যাপাব খানা কি। আমার কুঁড়ে কোথায় গেল—কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি। এ বেটারা তো সত্যি সত্যি গাঁজা খোর, আমিও কি সত্যি সত্যি পাগল? না, দিক ভুলও তো হযনি। ঐ যে সেই ষষ্টিতলা, ছেলে বেলা থেকে দেখে আসছি—সেই পুকুর। তবে সঠিক খবর পাই কি ক'রে? পাড়ার লোকও তো বাস্তায কাবোকে দেখছিনি। ও রঘুবাম খুড়ো—ও মৃত্যুঞ্জয় দা—ও জন্মেজয়।

১ম দ্বাব। আরে, এ তো বড গোল বাধালে। ঠাকুর, যদি চিল্লাবে, তো এই ডাণ্ডাসে তোমার পাগলামী ভাল করিযে দেবে।

সুদামা। এই এই কর কি কর কি দ্বারওয়ানজী! ঐ কোঁতকা ঘাড়ে পড়লে—না খেয়ে খেয়ে হাড় একেবারে পলকা হযে আছে—গুঁড়িয়ে যে ছাতু হয়ে যাগা।

২য় দ্বার। হাঁ, এইতো বুঝেছেন ঠাকুর মোশা, তবে চিল্লাচ্ছেন কেন?

সুদামা। প্রাণের দায়ে চেল্লাচ্ছি, বাবা চেল্লাচ্ছি কি সাধে? দেখে শুনে আমি একদম অদ্ভুত হোগিযা! সুদামা ঠাকুরের কুঁড়ে যদি এখানে না ছিল, তবে ঐ ষষ্ঠীতলা এখানে এল কি ক'রে? আমার ঠাকুরদাদার হাতে পোঁতা গাছ—আমি যে ছেলেবেলা থেকে ওকে চিনি। বাবা আমিও তো আমার মায়ের ওই ষষ্ঠীর দোর ধরা, এ তো ভুল হবার যো নেই।

১ম দ্বার। হাঁ হাঁ ঠাকুর মোশাই, এ বাড়ী এখানে নূতন তৈযারী হইযেছে, হামলোক শুনা হ্যায় হিঁযা আগাড়ি এক কুঁড়িযা থা। এক বড়া আদ্‌মী আকে—

সুদামা। হাঁ হাঁ বলতো বাবা বলতো? সে কুঁড়ে কি হ'ল, আর সেই কুঁড়েতে যে ব্রাহ্মণী থাকত, তারই বা কি হ'ল?

১ম দ্বার। বোলা নেই এক বড় আদ্‌মী আকে এই মোকাম বনা দিযা, আর উন্‌হিকো রাণী কর দিযা।

সুদামা। অ্যাঁ—রাণী ক'রে দিলে। বল কি? বল কি? ব্রাহ্মণী তো আমার সে চরিত্রের ছিল না—তবে—তবে—আমায় দ্বারকায় পাঠিয়ে অ্যাঁ—বলকি। ওরে—ওরে—এতক্ষণ, পাগল হইনি, এইবার বুঝি সত্যি সত্যি পাগল করে দিলে। ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণী। (মাথায় হাত দিযা বসিয়া পড়িলেন)।

১ম দ্বার। এ হে হে। গির গিয়া, ভেইযা, এক কলসী পানি লে আও, উস্‌কো শিরমে ডারদেই।

সুদামা। না না জল আনতে হবে না, এই আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। হ্যাঁ বাবা দ্বারওয়ানজী, তুমি ঠিক জ্ঞানবানকা মত কথা বোলতা হ্যায়, না এখনও তোমার গাঁজার নেশা আছে?

১ম দ্বার। কেয়া গাঁজা ?

সুদামা। হাঁ বাবা, তার উপর আর নেশা আছে কি না জানি নি। মহাদেব নেশা যাঁর একচেটে—শুনেছি গাঁজাই তাঁর প্রিয় নেশা, সেই গাঁজার ধমকে বলছ, না সত্যি বলছ ?

১ম দ্বার। হাঁ হাঁ সাচ্ বোলতা হ্যায। আপনি এমন করছেন কেন, শুনেন।

সুদামা। বল বাবা বল। সে বড আদমী বেটা কোন হ্যায় বাবা ?

১ম দ্বার। কে আছে তা হামলোক জানেনা। ও ছিপযকে ছিপয়কে আতা হ্যায, ভারি রাতমে আতা হ্যায়। হামলোক উন্‌হিকো আবিতক নেহি দেখা।

সুদামা। লুকিয়ে আসে ? এই সেরেছে। তবে তো যা মনে হচ্ছে, তাই ঠিক। তাহ'লে তো ব্রাহ্মণী আর সে ব্রাহ্মণী নেই, কোন বড়লোকের পাল্লায় প'ডে ঘুটে কুড়ুনী একেবারে রাণী হযে বসেছে। একি আগে থেকে গড়া পেটা ছিল নাকি ? তাই মতলব ক'রে আমায দ্বারকায় পাঠিযেছিল ? ঠিক হযেছে। ওদিকে এক লম্পট—বেচাল কৃষ্ণ, আর এদিকে দুশ্চরিত্রা ব্রাহ্মণী, মাঝখানে আমি ভিখারী বামুন। এই দুজনে মিলে আমায পাগল ক'বে ছেড়ে দিলে। কি কুক্ষণে আমি দেশ ছেড়ে বেরিযে ছিলেম। হায হায়, ব্রাহ্মণী শেষ তোব মনে এই ছিল ? আমি মনে ক'রতেম ঝগডা করে বুঝি মুখে, তা নয !

১ম দ্বার। ঠাকুর মোশাই একটু ঠাণ্ডা হইয়েছেন ?

সুদামা। হাঁ বাবা, একেবারে ঠাণ্ডা হযেছি। এই বুকে হাত দিয়ে দেখ, রক্ত জ'মে একেবারে শীল হয়ে গিযেছে। তোমার পুকুর

শুদ্ধ উজাড় ক'রে মাথায় ঢাললেও এমন ঠাণ্ডা হ'ত না—ব্রাহ্মণী আমার একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছে।

১ম দ্বার। আচ্ছা, এইবার ঘরে ফিরিয়ে যান্, আর এখানে চিল্লাবেন না। (২য়ের প্রতি) আরে বাণী মাইকী দাসী আসছে না?

১ম দ্বার। হাঁ হাঁ, কি খবর আছে—চলো ভিতরে।

উভয়ের প্রস্থান

সুদামা। আমি কাঁদব, না, কাঁদব কেন? স্ত্রী লোকের চরিত্রই এই। আমি কিন্তু তাকে ভালবাসতেম, সত্যিই ভালবাসতেম। অর্থে আমার কোন দরকার ছিল না, তার জন্যই দ্বারকায় গিয়েছিলেম। আমার সঙ্গে হাসি মুখে উপোস করত। ক'রত ক'রত—তার পর ভুলে গেল, আমার তো আর হাত নেই। সে যদি ভোলে, সে যদি মন্দ হয়, আমি কি ক'রবো? আমার কি দোষ? দোষ—আমি গরীব, গরীব হ'লেও আমি তাকে সত্যিই ভালবাসতেম। তা বোধ হয় গরীবের ভাল-বাসার কোন মূল্য নেই। সে যা বলে, মুখেই বলে, অর্থ দিয়ে তো তা সে মেটাতে পারেনা, তা হলে ব্রাহ্মণীর কি দোষ। দোষ আমারই—আমি গরীব। যাক্—এক রকম ভালই হ'ল, বন্ধন কেটে গেল। বনে বাদাড়ে গিয়ে বসি। যে ক'দিন বাঁচব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে—না না—ও নাম নয়; কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়াও তো আর কাকেও ডাকতে জানিনি! ছেলেবেলা থেকে যে তাকেই ডেকেই আসছি। সে যে আমার বন্ধু, সখা, সহপাঠী। কিন্তু এইটাই কি তার উচিত কাজ হয়েছে? আমি গরীব ব'লে সেও আমার সঙ্গে বাদ সাধলে?

সুবেশা সালঙ্কারা একজন সহচরীর প্রবেশ

(দূর হইতে দাসীকে আসিতে দেখিযা) এই যে আসছে। কি নির্ল্লজ্জা। পালাই—ওর মুখ দর্শনে আমার ইচ্ছে নেই। এই যে, এসে পড়লো। চোখ বুজে বসলেম, কখন ওর মুখ দেখব না।

সহচরী। আপনি এখানে ব'সে কষ্ট পাচ্ছেন কেন, ভেতরে আসুন।

সুদামা। (স্বগত) এ তো তার গলার আওযাজের মত নয়। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কি কণ্ঠস্বরও বদলায নাকি? যাই হোক, হঠাৎ চাচ্ছিনি। মনে হ'চ্ছে চোখ বুজেই পালাই। হাঁ,—এই দিই লম্বা।

পলাযনের উদ্যোগ

সহচরী। সে কি, পালাচ্ছেন কেন? আর চোখ বুজেই বা আছেন কেন?

সুদামা। আমার চোখে ছানি পড়েছে। (স্বগতঃ) তার কণ্ঠস্বর তো নয়। চোখ চাইব নাকি? চাইলেমই বা, চুরি তো করিনি। (চোখ চাহিয়া) বাবা! এ যে দেখছি সেই বনের মাযা। না, এই রাণী? এ তো আমার ব্রাহ্মণী নয়। হাত্তোর ভাল হোক বেটা গাঁজা-খোর ভোজপুরীর। তাই তো বলি—আমার ব্রাহ্মণী, সে আমার ব্রাহ্মণী। ওঃ এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল। হাঁ, এই এ বাড়ীর রাণী। তাহলে দেখছি ব্রাহ্মণী কোথায বিবাগী হযেছে। আহা সরলা—আমা-গত প্রাণা—আর আমি একটু আগে কি ছাই মনে কচ্ছিলাম। হাঁ, এই তো রাণী, এই বস্ত্র অলঙ্কার, এমন সুন্দরী!

সহচরী। আপনি কথা কচ্ছেন না কেন? আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন।

সুদামা। আপনি তো দেখছি—

সহচরী। আমাকে আপনি ব'লবেন না, আমি আপনার চরণের দাসী।

সুদামা। (স্বগত) ওরে বাবা! এ দেখছি এখনও সেই মাযার হেবফের চলেছে! এই অট্টালিকা মাযা, এই দরওযান মাযা, আমাব সামনে এই দাঁড়িযে—এও মাযা। তা'হ'লে—তাহ'লে—আসল আর মাযা চিনি কি ক'রে? এ কি বিপদেই পড়লেম।

সহচরী। আসুন, আব বিলম্ব কববেন না।

সুদামা। কোথায যাব?

সহচরী। এই প্রাসাদের মধ্যে।

সুদামা। কার প্রাসাদ? কোথায যাব?

সহচরী। আজ্ঞে এই অট্টালিকা আপনার, এই প্রাসাদ আপনার—এই দাস দাসী আপনার—আমিও আপনার।

সুদামা। (স্বগত) এর মতলব খারাপ। মাযাই হো'ক আর যাই হো'ক, এখানে দাঁড়ান ঠিক হ'চ্ছেনা, আমি তো সরি।

পলায়নোদ্যোগ

সহচরী। পালাবেন কোথা? এই উৎকণ্ঠার সময—(হাত ধরিল)

সুদামা। এই ক'ল্লে খুনখারাপী। আবে, স্পর্শ করিস নি, স্পর্শ করিস নি। ছেড়েদে, ছেড়েদে!

সহচরী। ছাড়ব কি? এই ধবলুম জোর ক'রে।

সুদামা। এহে হে। আবার জপালে সেই কৃষ্ণ নাম। (চোখ বুজিয়া) হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ। এঃ বেটী ক'ল্লে কি! ছুঁযে ফেল্লে!

সহচরী। একি আপনি কাঁপছেন কেন?

সুদামা। (স্বগত) স্পর্শে ভূমিকম্প হয়, আমি তো গরীব বামুন। (প্রকাশ্যে) আমায় ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, এমন ক'রে আমার অপমান ক'র না। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ।

সহচরী। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি না হয় হাত ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ঐ আমাদের রাণী আসছেন, কি ক'রে পালাবেন পালান দেখি এইবার?

সুদামা। ও বাবা, এর উপরেও রাণী! এ যে কৃষ্ণ কৃষ্ণতে আর রাগ মানেনা—এইবার বুঝি আমাকে কৃষ্ণ পাওয়ায়!

সহচরী। এই দেখুন, ইনি আসতে চাচ্ছেন না!

সুমতির প্রবেশ

সুমতি। বেঁধে আনতে হবে।

সহচরী। আমি যাই মালা আনিগে যাই। প্রস্থান

সুদামা। ও বাবা, এ যে এসেই বাঁধতে চায়, হাত ধরা তো একরকম ছিল ভাল, বাঁধলে যে পালাবার উপায় থাকবে না। —ওরে কৃষ্ণ, ওরে সখা, ওরে মিতে! শেষ তোর মনে এই ছিল? আবার বুজ্‌তে হ'ল চোখ।

সুমতি। পথে দাঁড়িয়ে ও কি হ'চ্ছে? ভেতরে এস, লোকে কি মনে করবে।

সুদামা। (স্বগত) এ দেখছি ব্রাহ্মণীর কণ্ঠস্বর নকল করেছে। এ বোধ হয় যাদুকরীদের রাণী। কিন্তু আমি এখন কি করি?

সুমতি। ছি! তোমার একটু লজ্জা নেই?

সুদামা। লজ্জা যে কার নেই সেটা তো বুঝতে পাচ্ছিনি।

সুমতি। বুঝিয়ে দেব এখন ভাল ক'রে, আগে ভেতরে এস।

সুদামা। ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও। দোহাই তোমাদের! তোমরা যা ঠাওরাচ্ছ, আমি সে চরিত্রের লোক নই।

সুমতি। তবেরে মিনসে, চোখ বুজে পথের মাঝখানে ঢং করা হচ্ছে?

সুদামা। বাবা! এ তো নকল নয়—এ যে সেই বকেযা ঝঙ্কার! এমন কোন মায়াবিনী তো নেই যে সেই ঝাঁঝালো বাক্য-সম্পদের নকল ক'রতে পারে। দেখতে হ'ল সত্যিই সেই কিনা। (চোখ খুলিয়া) অ্যাঁ সেই তো! তাহ'লে—তাহ'লে—সত্যই তুমি—

সুমতি। হ্যাঁ সত্যই আমি, চোখের মাথা খেয়ে ব'সে আছ নাকি, চিনতে পাচ্ছ না?

সুদামা। তোমার এই কাজ? কিন্তু ব্রাহ্মণী, সত্যই আমি তোমায় ভালবাসতেম।

সুমতি। তারপর, দ্বারকায় গিয়ে আর কাকে ভাল বেসে এসেছ?

সুদামা। আমি গরীব ব'লে—

সুমতি। আর গরীব নেই গো, আর গরীব নেই! সে জনের কৃপায়—

সুদামা। ওঃ কি বুকের পাটা, আমার সামনেই ব'লছে সে জনের কৃপায়!

সুমতি। আর আমাদের অন্ন চিন্তা নেই, বুঝেছ?

সুদামা। সেই অন্ন আমায় খেতে হবে? উঃ অপমানের যে টুকু বাকী ছিল—হায় হায়!

সুমতি। জগৎ জুড়ে সেই অন্ন সবাই খাচ্ছে, তাতে হায হায।

সুদামা। তুমি কি বলছ ব্রাহ্মণী ?

সুমতি। তুমি কি বলছ বল দেখি ?

সুদামা। আমি—আমি—আমি তো কিছু বলিনি, তবে ঐ দর-ওয়ানবা ব'লছিল—

সুমতি। কি ব'লছিল ?

সুদামা। যে কিনা—এই—তোমার—এখানে—কি ক'রেই বা নিজেব মুখ ফুটে বলি। কি বিপদেই ফেল্লে। এই গিযে—রাত্রে লুকিযে—ওঃ স্বামী হওযা কি ঝকমারী। এই—এই—তোমার—নাঃ আমি আর ব'লতে পারবনা।

সুমতি। তোমাব কি মাথা খারাপ হযেছে নাকি।

সুদামা। বোধ হয হযেছে, নইলে—সত্যি ক'রে বল দেখি—আমার দিব্যি, তুমি কি সেই সুমতি ?

সুমতি। সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?

সুদামা। তা সত্যি কথা কি—তা যে না হ'চ্ছে তা নয। সত্য যদি তুমি সুমতি, তা'হলে সে কুঁড়ে কৈ—সেই ভাঙ্গা আধখানা পাথব—সেই জল খাবার মালা—আমাব সেই তুলসী তলা ? তার পরিবর্ত্তে, এই রাজ অট্টালিকা, এই দাস দাসী, তোমাব অঙ্গে এই অমূল্য বসন ভূষণ, —এ সব কি, এ কি ভোজবাজী, না আর কিছু ?

সুমতি। ভোজ বাজীই বটে। এ সবই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়।

সুদামা। শ্রীকৃষ্ণ ? বল কি ? শ্রীকৃষ্ণ ? আমার সখা, গরীব সুদামাব সখা শ্রীকৃষ্ণ ?

সুমতি। হাঁ, সেই জগদ্‌বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ, সেই আমাদের সখা শ্রীকৃষ্ণ।

তুমি চলে গেলে, তোমার ফিরতে দেরী দেখে আমি ভেবে আকুল, এক জন মেয়েমানুষ এসে আশ্রয় নিলে, খেতে চাইলে। ঘরে খুদ কুঁড়ো কিছু নেই, ধিক্কারে অভিমানে, জল আনবার ছল ক'রে ডুবে ম'রতে গেলেম—পুকুরের জল শুকিয়ে গেল। তারপর ফিরে দেখি—কাঁধে ভার একটী কুচকুচে কাল ছেলে—ব'ল্লে তুমি তাকে জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছ। ঘরে ফিরলেম, দেখি কুঁড়ে অট্টালিকা হয়েছে, তুলসী তলায় রাসমঞ্চ হয়েছে, ভাঙ্গাবেড়া ঘুচে ইন্দ্রপুরী হয়েছে। আর সেই মেয়েটী, সেই ভারী—কি ব'লব—লক্ষ্মী আর শ্রীকৃষ্ণ—আমাদের সখা, মিতা—আমাদের ঘর আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। এস এস, দুজনে পূজো না ক'ল্লে তো পূজো সিদ্ধি হবে না—পূজো পাবার জন্যে যে তাঁরা এখনও দাঁড়িয়ে।

সুদামা। অ্যাঁ—বল কি সুমতি, বল কি? আমাদের সেই কৃষ্ণ আমাদের সেই সখা, আমাদের সেই বন্ধু—এমন ক'রে ফাঁকি দিয়েছে।

সুমতি। ফাঁকি দিয়েছে?

সুদামা। নয়? আমি কি এই চেয়েছিলেম? এই ঐশ্বর্য্য—এই অট্টালিকা, এই ধন সম্পদ, এই কাঞ্চন? এই দিয়ে সে ভুলিয়েছে? আমি কি এই চেয়েছিলেম?—সুমতি, সুমতি। ওঃ কত বড় শঠ সে—আমায় ফাঁকি দিতে চায়? আমি কি এই চেয়েছিলেম?

সুমতি। তুমি চাওনি, কিন্তু আমি যে চেয়েছি। তুমি উপোস ক'রে থাকতে, আর আমি হাত জোড় ক'রে তাকে ডাকতেম, নিত্য যে তার কাছে চাইতেম। আমি না খেয়ে ম'রতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট দেখার যে মহাপাপ, তা সহ্য করি কোন্ প্রাণে? তাই আমি যে এই চেয়েছিলেম।

সুদামা। কিন্তু সুমতি, আজ যে আমাদের জাত গেল!

সুমতি। জাত যাবে কেন?

সুদামা। যাবে না? যাবে না? আমরা যে গরীব। গরীবের জাত যে স্বতন্ত্র। আজ যদি বড়লোক হই, তাহ'লে তো জাত হারিয়ে—ঐ বড়লোকের জাতে মিশতে হবে। পুরুষানুক্রমে চিরজীবন যে গরীবদের সঙ্গে বেড়িয়েছি, খেয়েছি, যাদের সুখে হেসেছি, দুঃখে কেঁদেছি, একসঙ্গে খেলা করেছি, উঠেছি বসেছি,—আজ তাদের ফেলে—তাদের পর ক'রে—তাদের থাক্ থেকে যে আমার বড়লোকের জাতে মিশতে হবে। হায় হায়, সুমতি, আমি তো প্রাণ থাকতে তা পারব না। ওঃ শ্রীকৃষ্ণ কি ফাঁকিই দিয়েছে—কি ফাঁকিই দিয়েছে।

সুমতি। তা আমি মেয়ে মানুষ, আমি অত কি জানি। তোমার জাতেই আমার জাত। তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমি বুঝতে পারিনি।

সুদামা। কোথায় সেই চতুর, চল দেখি, দেখি, দেখি সে কত বড় ধূর্ত্ত—আমার জাত মারতে চায়?

সুমতি। চল। উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুদামার অট্টালিকা—সুসজ্জিত বাসমঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী ও নারদ

শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রের ভয় হয়েছিল পাছে তার ইন্দ্রত্ব যায়, পাছে ব্রাহ্মণ ইন্দ্রত্ব কামনা করে, কিন্তু নারদ, ইন্দ্র জানেনা যে, এই সরল ব্রাহ্মণের ভক্তি শত ইন্দ্রত্ব অপেক্ষাও গরীয়সী। তোমারও তো মনে সন্দেহ

হযেছিল, কিন্তু দেখলে সংসারে থেকেও লোকে কি ক'রে কামিনী কাঞ্চনেব মোহ কাটাতে পাবে?

নাবদ। হাঁ, খুব দেখলেম। আমিও দেখলেম, জগতেব লোকেও দেখলে। বুঝলেম, একবার বুড়ী ছুঁলে আর তাকে চোর হ'তে হয না।

শ্রীকৃষ্ণ। নাবদ, জাননা? যে প্রকৃত ভক্ত সে পাঁকাল মাছ! থাকে পাঁকে, কিন্তু এত টুকু গাযে কাদা লাগে না। এই সুদামার সুমতিব সঙ্গে আমাব জন্মজন্মের সম্বন্ধ—এরা আমার লীলা সঙ্গী। কি আদর্শে সংসারে বাস ক'বতে হয এই দেখবার জন্যেই এদের সৃষ্টি।

রুক্মিণী। নারদ, কৈ ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'ল্লেনা?

নারদ। সে কি আর বাকী রেখেছি মা, নইলে লোকে এর পর ব'লবে কেন নারদেব নিমন্ত্রণ?

সুমতি ও সুদামার প্রবেশ

সুদামা। এই যে! তা বেশ হযেছে ঘর আলো ক'বে বসে আছ! কিন্তু সখা, এ দিযে তো আমায ভোলাতে পারবে না। আমি কি চাই তাকি তুমি জাননা? পাঠশালে একসঙ্গে প'ড়তে প'ড়তে কত বিনিদ্র বাত্রিব সখ্যতা—এ ঐশ্বর্য্য দিযে তো তা থেকে আমায বঞ্চিত ক'রতে পাববে না।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা! আমি তো তোমায বঞ্চিত ক'রতে আসিনি ভাই!

সুদামা। দেখ, ও ছল চাতুরী ক'রে আর যাকে পার ভুলিও, সত্যিকার বন্ধু ব'লে যার গলা ধরেছ, তার সঙ্গে আর ও চাতুরী কোরোনা। আমি জানি এটা নিলে ওটা হারাতে হয—তা তুমি যাই বল।

রুক্মিণী। কিন্তু সখা, তুমি যে আমার বৈকুণ্ঠ কিনেছ! তাইত

মর্ত্ত্যে তোমার জন্ম এই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরী নির্ম্মিত হয়েছে, আমায় যে, তোমার এখানে অচলা হয়ে থাকতে হবে, নইলে সখী যে, আমার আবার কোন দিন পুকুর ঘাটে ডুবতে যাবে।

সুমতি। আর লজ্জা দিও না ভাই, গরীব ব'লে মনে মনে একটু কুণ্ঠা ছিল তাই লজ্জায় ব'লতে পারিনি যে, ঘরে কিছু নেই, অভিমানে ম'রতে গিয়েছিলুম।

রুক্মিণী। আর ডুবতে চাইবে?

সুমতি। চাইব—তবে পুকুরের জলে নয—ডুববো তোমার ভালবাসার সাগরে।

শ্রীকৃষ্ণ। আর সখা, তুমি আর নাড়ু লুকুবে?

সুদামা। তুমি দীননাথ, গরীবের মনের কোণে কোথায় কি থাকে তুমি তো সব জান, তবে আর লজ্জা দাও কেন? দয়াময়! খুব শাস্তি দিয়েছ, কিন্তু তোমার সঙ্গগুণ যাবে কোথা? আমি জাত খুইয়ে কখনও বড়লোক হব না। গরীব সুদামার সখা শ্রীকৃষ্ণ, বড়লোক সুদামার সঙ্গে তো পাঠশালে পড়নি! তোমার দেওয়া এই ঐশ্বর্য্য, এই সম্পদ, আজ থেকে, আমার মত দীন ভিখিরী গরীব যারা—সমানভাবে বেঁটে খাবে। আমি কখন ভিক্ষে দেবনা, চিরকাল ভিক্ষেই ক'রব। সুমতি, ছেঁড়া কাপড়ের যে মান, এ রত্ন অলঙ্কারে তা নেই—আমরা গরীব, তাই আমাদের ঘরে আজ গরীবের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ আর লক্ষ্মী!

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, তাই হবে, এই পুরী আজ থেকে ভক্তদের মহাতীর্থ হবে। এই ধরাধামে—এই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠের নাম হবে সুদামা পুরী!

নারদ। ঐ দেখ মা, দেব দেবীরা সকলেই আসছেন সুদামার ক্ষুদের নাড়ুর লোভে!

দেব দেবীগণের প্রবেশ

গীত

ধরাধামে কৃষ্ণলীলা কর দরশন—
জুড়াবে জীবন।
গরীব ব'লে রেখনা অভিমান,
গরীবের সহায় ভগবান্।
দীনের বন্ধু কৃষ্ণ আমার
দিবানিশি রেখ স্মরণ॥
জ্বালা থাকবে নাকো আর,
ফুটবে আলো, যাবে মনের অন্ধকার,
হবে বিমল শান্তি, ঘুচবে ভ্রান্তি
অন্তে পাবে হরির চরণ
দেখ গরীব সুদামা
ভক্তির তার নাইক সীমা,
দিয়ে খুদের নাড়ু কিনলে কেমন,
জগবন্ধু নারায়ণ॥

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬